CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 February, 2021 ■ আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১৮ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা-বধই লক্ষ্য বাজেটে

বাজেটে যথার্থ চিন্তাধারা ও উন্নয়নের বিশ্বাস আছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। স্বাধীনতার পরে কোনও বাজেটকেই হয়তো এত সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি, যা ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেটকে করতে হয়েছে। চ্যালেঞ্জ অনেক ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ভারতীয়

স্বাস্থ্যে ১৩৭ শতাংশ খরচ বৃদ্ধির প্রস্তাব ৭৫-এর উর্দ্ধে কর ছাড়

অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা এবং ৫ লক্ষ কোটি ডলার অর্থনীতিতে পৌঁছনোর রাস্তায় ফেরা। সোমবার বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, ২০২০-'২১ অর্থবর্ষে -রাজস্বে ঘাটতি হয়েছে ডিডিপির ৯.৫ শতাংশ। আগামী অর্থবর্ষে আর্থিক ঘাটতি ডিডিপি-র ৬.৮ শতাংশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি কোভিডের প্রতিষেধকের জন্য ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। সবমিলিয়ে স্বাস্থ্য খাতে ১৩৭ শতাংশ খরচ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট ২ লক্ষ ৮৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করছে সরকার। ৭৫ বছরের বেশি বয়সিদের সম্পূর্ণ কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে, সব শ্রমিকের জন্যই ইএসআই-এর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশ করার পূর্বে মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুরের সাথে সংসদে। ছবি-পিআইবি।

চিরাচরিত ''বই খাতা'' নয়, এবার ''বাজেট ট্যাব'' নিয়ে সংসদে আসেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এ বারই প্রথম 'পেপারলেস বাজেট' পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। কোভিড সংক্রমণের কারণে দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার বাজেটের কোনও নথি ছাপানো হয়নি। এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ বাজেট পেশ করার শুরুতেই অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেছেন, অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে এই বাজেট তৈরি হয়েছে। ২০২০ সালের মে মাসে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল সরকার, পুনরুদ্ধার চালিয়ে যেতে আমরা আরও দু'টি আত্মনির্ভর প্যাকেজ এনেছি। অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে এই বাজেট। অর্থমন্ত্রী বলেন, ''ভারতে এই মুহূর্তে দু'টি ভ্যাকসিন রয়েছে, নিজেদের দেশকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি অন্যান্য দেশকেও সাহায্য করা হচ্ছে। আরও দু'টি প্রতিষেধক আসছে।'' অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''দরিদ্রদের সাহায্য করেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা, তিনটি আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ এবং পরবর্তী ঘোষণাগুলি মিনি-বাজেটের মতোই ছিল। ৪০ কোটি কৃষক ও প্রবীণ টাকা পেয়েছেন। ৮০ কোটি মানুষ নিখরচায় রেশন পেয়েছেন।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এই বাজেট নতুন দশকের প্রথম বাজেট এবং এই বাজেট ডিজিটাল। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট ছ'টি পিলারের উপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাম বেড়েছে

মোবাইল ফোন, চার্জার, পাওয়ার ব্যাঙ্ক। বিদেশি সিল্ক(বসছে ১০ শতাংশ শুল্ক)। সোলার ইনভার্টার(শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে করা হচ্ছে ২০ শতাংশ)। সোলার আলো(শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৫ শতাংশ)। চামড়াজাত পণ্য, গহনায় ব্যবহৃত পাথর, টানেল খোঁড়ার যন্ত্র, কাবুলি চানা, ইউরিয়া, অটোর যন্ত্রাংশ। তুলোর ওপরে বসছে শুল্ক। ফলে বাড়তে পারে দাম। পেট্রোল, ডিজেলে বসছে কৃষি সেস। পেট্রোলের উপরে লিটারপিছু ২.৫ টাকা ও ডিজেলে লিটারপিছু ৪ টাকা সেস বসছে।

দাম কমেছে

ইস্পাত, নাইলনের কাপড়, তামার জিনিস, বিমা, জুতো, কৃষি যন্ত্রপাতি, লোহা

বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত যুবক পাচার বাণিজ্যের অভিযোগ, খারিজ মৃতের পরিবারের ও এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বিএসএফ-এর দাবি গরু পাচারকে ঘিরে পাচারকারী হামলা করেছিল। তাতে এক জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। আত্মরক্ষায় গুলি চালাতে হয়েছেউ এতে জসিম মিয়াঁ (২৪)-র মৃত্যু হয়েছে। তবে জসিম মিয়াঁর পরিবারের দাবি, বাবাকে মারধরের প্রতিবাদ করায় রাগের বশে বিএসএফ জসিমকে গুলি করে হত্যা করেছে। ওই ঘটনায় মৃত যুবকের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় জনগণ পথ অবরোধ করেছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানাধীন ঋষ্যমুখ ব্লকের অধীন দেবীপুর সীমান্ত এলাকায় সংঘটিত এই ঘটনায় চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে পুলিশ আধিকারিক মিহির দত্ত জানিয়েছেন, সীমান্তে গরু পাচারকে ঘিরে উত্তেজনায় বিএসএফ গুলি চালিয়েছে। তাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছেউ তিনি বিএসএফ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার পাচারকারীরা আজ দেবীপুর সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার করছিল। ওই সময় বিএসএফ তাদের বাধা দেয়। তাতে বিএসএফ-এর সাথে পাচারকারীদের হাতাহাতি হয়েছে। এক সময় বিএসএফ জওয়ান নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে। এতে, জসিম মিয়াঁ গুরুতর আহত হন। তিনি জানান, জসিম মিয়াঁকে প্রথমে ঋষ্যমুখ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাকে বিলোনিয়া হাসপাতালে স্থানান্তর কবেন। কিন্তু বিলোনিয়া হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, বিএসএফ জানিয়েছে, পাচারকারীদের আক্রমণে এক জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। ফলে আত্মরক্ষায় গুলি চালাতে হয়েছে। বিএসএফ-এর আরও দাবি, গুলি না চালালে পাচারকারীদের আক্রমণে আরও বেশ কয়েকজন জওয়ান আহত হতেন। আহত জওয়ানকে বিলোনিয়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

কিন্তু পুলিশ ও বিএসএফ-এর এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছে মৃতের পরিবার। মৃতের বাবা খালেক মিয়াঁ দাবি করেন, পাচারের সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, আজ গরু নিয়ে বাগানে যাওয়ার সময় বিএসএফ আমাকে বাধা দেয় এবং মারধর করে। এই খবর পেয়ে পাশেই জমিতে ক্রিকেট খেলছিল ছেলে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমরা চাই ভারত বিশ্বগুরু হবে, সেহ লক্ষ্যেই বাজেট ঃ বিজেপির মুখপাত্র

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। আমরা চাই ভারত বিশ্বগুরু হবেউ সেই লক্ষ্যেই আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাজেট পেশ করেছেন। সোমবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরা প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ-কথা বলেন দলীয় মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

তাঁর কথায়, নতুন যুগের সূচনায় এবং নতুন দিশার চিন্তায় এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। কারণ, স্বাধীনতার পর এ-বছরই প্রথম জিডিপি-র ৮ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হয়েছে। এতকাল শুধুমাত্র ২ শতাংশের অধিক দেশবাসীর ভাগ্যে তা জুটেনি।

তিনি বলেন, বাজেটে ঘাটতি রয়েছে। কারণ, করোনা-র প্রকোপ থেকে দেশ এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি। তবুও কর বৃদ্ধি করা হয়নিউ কারণ, আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ৯.৬ শতাংশ বাজেট ঘাটতি নিয়েও এই বাজেট নতুন দিকের সূচনা করবে।

তাঁর দাবি, বাজেট প্রাপ্তির সম্পর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে ক্ষুদ্র শিল্পে বার্ষিক আয়ের পরিধি বেড়েছে রাজ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগীরা উপকৃত হবেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বাজেটে ক্ষুদ্র শিল্পে বার্ষিক আয়ের পরিধি বেড়েছে। ফলে, ত্রিপুরায় ৯৯ শতাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোগী উপকৃত হবেন। সাধারণ বাজেটের প্রশংসায় এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, কেন্দ্রের ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট জনহিতকর ও সময়োপযোগী। এই বাজেট দেশের আর্থিক স্থিতিকে মজবুত করবে। আজ মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ-কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, এই বাজেট একটি সমৃদ্ধশালী বাজেট। কোভিড পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবী যখন ত্রস্ত, সেই সময়ে এই বাজেট পেশ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দেব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান।

কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ প্রায় ১৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা স্বাধীন ভারতে আগে আর কখনও হয়নি। আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত কর্মসূচিতে ৬৪ হাজার ১৮০ কোটি টাকা খরচ করার সংস্থান রয়েছে। কোভিড টিকাকরণের জন্য ব্যয় হবে ৩৫,০০০ কোটি টাকা। আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত প্রকল্পে গ্রামীণ এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের বাইরে নয়, বাজেটের সুফল এই অঞ্চলেও সমানভাবে মিলবে ঃ উপ-মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের বাইরে নয়উ ফলে, সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ মন্ত্রের সুফল গোটা দেশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলও পাবে। তেমনি ত্রিপুরাও এর সুফল ঘরে তুলতে পারবে। সোমবার সচিবালয়ে নিজের অফিস কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেন ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, ভারতের উন্নয়নের কল্পনায় আজ সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এতে ত্রিপুরা সহ গোটা দেশ উপকৃত হবে।

এদিন তিনি বলেন, সমস্ত কঠিন মুহূর্তকে মোকাবিলা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আজ বাজেট পেশ করেছেন। প্রত্যাশা মতোই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বরাদ্দ বেড়েছেউ তাঁর দাবি, বাজেট বরাদ্দের বিস্তারিত তথ্য এখনও হাতে এসে পৌঁছয়নি। তবে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে, বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে ত্রিপুরাও উপকৃত হবে।

তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আলাদাভাবে ভাবার কোনও কারণ নেই। ভারতের উন্নয়নের সাথে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন হবে। তাঁর মতে, বাজেটে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, বস্ত্র, জাতীয় সড়ক এবং গ্যাস খাতে বরাদ্দ পাবে। তাতে মজবুত হবে অর্থনৈতিক অবস্থা। সাথে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিও হবে।

আগরতলা ও রানীরবাজারে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরে দুজন ও রানীরবাজার এলাকায় একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনারই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সংবাদে প্রকাশ, সোমবার সাত সকালে আগরতলা শহর সংলগ্ন বর্ডার গোলচক্কর এর রামনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম রবি মুন্ডা। বয়স ৩০ বছর। বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া।

জানা যায় সোমবার সকাল নাগাদ স্থানীয় লোকজন রামনগর স্কুলের সামনে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজনরা বটতলা আউট পোষ্টের পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে বটতলা আউট পোস্ট এর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহের গায়ে কোন ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই। স্থানীয় লোকজন জানান সে ওই এলাকায় প্রায় সময়ই আসতো। সে প্রচন্ড নেশা করত। আকণ্ঠ মদ্যপান এর পাশাপাশি গাজা খেত।

অত্যধিক নেশা করার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় জনগণ। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন ওই ব্যক্তি এলাকায় আসা যাওয়া করতে হয় সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি হত্যাকান্ড জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বটতলা আউটপোস্ট এর পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।সাতসকালে রামনগর স্কুলের সামনে থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে ডোনার মন্ত্রকের বরাদ্দ বৃদ্ধি ৭৮৮ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সাধারণ বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ৫১,২৭০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করেছে ৬৮,০২০ কোটি টাকা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভাগের জন্য ওই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সাথে ডোনার মন্ত্রকের জন্য ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ১,৮৯৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করেছে ২,৬৮৪ কোটি টাকা। তাতে গত অর্থবর্ষের তুলনায় ৭৮৮ কোটি টাকা এবং ২৭ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও স্কিমের অধীনে পূর্বোত্তর পরিষদ এবং বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সামান্য বৃদ্ধি করে ৫৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।। এই বাজেটে অরুণাচল প্রদেশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। তাতে পরিকাঠামো গঠন এবং উন্নতিকরণ সম্ভব হবে।

কেন্দ্রের এবারের বাজেট দিশাহীন কোন নতুনত্ব নেই ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বরাবরের মতোই এই বাজেট দিশাহীন। বাজেটে কোনো নতুনত্ব নেই। ধনী ও গরিবের মধ্যে আরো পার্থক্য বাড়বে। আমজনতার জন্য কোনো কথা নেই এই বাজেটে। কর্পোরেট, পুঁজিপতিদের স্বার্থেই এই বাজেট। বেসরকারিকরণের রাস্তা পাকা করা হলো। আগরতলায় সিটু রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এইভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন সিআইটিইউর রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, এই বাজেটের মধ্যে বিমায় নিরাপত্তা থাকবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তীব্র দেখা দিয়েছে। চরম অর্থিক মন্দা থেকে দেশবাসীকে বাঁচানোর কোনো রাস্তা নেই বলে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশবাসীর জন্য বিশেষ করে কোভিড পরিস্থিতিতে যে সংকটে পরেছেন সাধারণ মানুষ ওইসব মানুষদের অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করার জন্য বাজেটে কোন বক্তব্য নেই।

প্রসঙ্গত, আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাজেট ইস্যুতে এবং একই সাথে বিদ্যুৎ বিল বাতিল দাবিতে কর্মসূচি সংগঠিত করবে সিটু। অবশ্য ৩ ফেব্রুয়ারি গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও সিটু কর্মসূচি পালন করবে। আগরতলায় প্রতিবাদ মিছিল এবং সভা সংগঠিত করা হবে। সেদিন বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে দেশের অন্যান্য জায়গায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত শ্রমিক, কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়াররা ধর্মঘট আহ্বান করেছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে সিটু প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করে সেই আন্দোলনকে সমর্থন করছে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জানান মানিক দে।

মানিক দে জানান, কৃষিতে একটা সময় পিছিয়ে পড়েছিলো দেশ।তার সাথে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে। আর এই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যুক্ত হওয়ার ফলে কৃষিতেও বিপ্লব এসেছিলো। সেচ ব্যবস্থা সহ অনান্য ক্ষেত্রে বিদ্যুতের সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে যে উন্নতি হয়েছে এদিন এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তিনি। মানিক দে'র দাবি, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে বলেই এই সময়ের মধ্যে কৃষি ব্যবস্থায় অগ্রগতি এসেছে।

অন্যদিকে, সিটু সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত বলেছেন, বিদ্যুৎ বিল ২০২০ কার্যকর হলে ভোক্তাদের প্রায় অধিক টাকা খরচ করতে হবে বিল মেটাতে গেলে। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ বিল কিংবা খরচ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে যা গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে। মানুষের স্বার্থের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শংকর প্রসাদ দত্ত জানান। ৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হবে রাজ্যে।

অয়েল ট্যাঙ্কার থেকে প্রায় ১.২০ কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার চুড়াইবাড়িতে, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা উদ্ধার করেছে উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ। এর সঙ্গে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিহারের বাসিন্দা উমেশ সিং এবং পাপু রায় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অসম সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ নিয়ে উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী আজ সোমবার সকালে নাকা পয়েন্টে ওৎ পেতে থাকেন। এক সময় আগরতলা থেকে কলকাতাগামী এনএল ০১ ০৫৩২ নম্বরের একটি ওয়েল ট্যাঙ্কার পুলিশ চেকপোস্টে আসলে তাকে আটক করে তালাশি চালানো হয়। তালাশি করতে গিয়ে তেলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১১৫ ◘ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ◘ ১৯ মাঘ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা

বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ চিরকাল বিশ্বাসী।বিচার ব্যবস্থা না থাকিলে দেশ রাজ্য কিংবা সমাজব্যবস্থা কোনদিনই সঠিক পথে পরিচালিত হইত না।বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আছে বলিয়াই বিচার ব্যবস্থা ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।সমাজে অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। বিচার ব্যবস্থাকে মানুষের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিচারকদেরকেও বিচার ব্যবস্থায় সঠিক অবস্থান পালন করিতে হইবে।বিচার ব্যবস্থায় কোন ধরনের গলদ দেখা দিলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস থাকিবেনা। সম্প্রতি বম্বে আদালত শিশুকন্যা নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়ে যে রায় দিয়াছে তাহা বিচার ব্যবস্থাকে কলংকৃত করার শামিল।শিশুকন্যার প্রতি যৌন নির্যাতনের যে সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দিয়াছে বম্বে হাইকোর্ট, তাহাতে হতবাক গোটা ভারতবর্ষ। শিশুর পোশাকের উপর দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিলে, অথবা তাহাকে যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করিলে, সেই দুষ্কার্য 'যৌন নিগ্রহ নহে' নাগপুর বেঞ্চের বিচারপতি পুষ্পা গনেড়িওয়ালা দুইটি মামলায় এমনই রায় দিয়াছেন। আইনের ব্যাখ্যার সহিত ন্যায়বিচারের এমন সংঘাত বিরলের মধ্যেও বিরলতম! একটি রায় ইতিমধ্যেই স্থগিত করিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। অপরটিও শীর্ষ আদালতে পুনরায় বিবেচিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা যথেষ্ট। দুই লাঞ্ছিতা নাবালিকার সুবিচার মিলিবে, অপরাধী শাস্তি পাইবে, দেশবাসী সেই আশা পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু ইহাতেই ঘটনা শেষ হইতে পারে না। ওই দুইটি রায়ের অভিঘাত ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাস হইতে মিলাইবে না। বিচারবিভাগের উপরে মানুষের আস্থা একটি ভিত্তিপ্রস্তর, যাহার উপরে দাঁড়াইয়া থাকে গোটা সমাজ। যাহার বিত্ত নাই, লোকবল নাই, প্রথাগত শিক্ষার জোর বা অর্থের সহায়-সম্বল কিছুই নাই, তাহার জন্যও থাকে পুলিশ এবং বিচারব্যবস্থা। সেখানে অভিযোগ করিলে, তাহার উপর অপরাধের সুবিচারের জন্য আবেদন করিলে, সুবিচার মেলে যে কোনও সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে। সমাজে যাহারা প্রান্তবাসী, তাহাদের ক্ষেত্রে এই 'সুবিচার' কেবল অপরাধীর শাস্তি নহে। দলিত বা মহিলাদের মর্যাদাহানিকে সনাতন সমাজ 'স্বাভাবিক' বলিয়া দেখে। যে সকল আচরণের দ্বারা তাঁহাদের মনুষ্যত্বের নিত্য অবমাননা করা হয়, তাহাকে 'অপরাধ' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা আইনের বিচার প্রার্থনা করেন। মহিলা ও শিশুকন্যাদের প্রতি অশ্লীল, যৌন-ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণ তাহার অন্যতম। কটূক্তি, কদর্য আচরণ দেহে চিহ্ন না রাখিলেও মর্মে আঘাত করে, কারণ তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাটির অমর্যাদা করা হয়। বিচারবিভাগের প্রতি সম্মান জানাইয়াও প্রশ্ন থাকিয়া গেল, মানুষের এতখানি আস্থার মূল্য কি এই ভাবেই দিবার কথা? ইহাই কি সঙ্গত ও ন্যায্য বিচারের বাণী?

আইন যে তাহার আক্ষরিক অর্থ ধরিয়া চলে না, ভাবার্থ দিয়া তাহার প্রয়োগ নির্ণয় করিতে হয়, এই কথা কেহ অস্বীকার করেন না। কিন্তু সেই নির্ণয়ের কাজে বস্ত্রের আচ্ছাদন রহিল কি না, অঙ্গস্পর্শ ঘটিল কি না, তাহা কি অপমানের মাপকাঠি হইতে পারে? কুরুসভায় দুর্যোধন দ্রৌপদীকে লক্ষ করিয়া নিজের উরু প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই ইঙ্গিতের অশ্লীলতা সে কাল হইতে এ কাল অবধি সকল পাঠককে আঘাত করিতেছে। ধর্ষণ-নিগ্রহের ইচ্ছার যে কোনও রূপ বাহ্যিক প্রকাশই অপরাধ। ভারতের বিবিধ আইনে কি সেই সত্যতার প্রতিফলন নাই? বিচার ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যোগাযোগ ধরিয়া বিচারকরা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন। সম্প্রতি বোম্বে হাইকোর্ট নির্যাতন সংক্রানত বিষয় নিয়া যে রায় দিয়াছে তাহা ৮০ মণ দুধের মধ্যে এক ফোট চানা ফেলার শামিল।

পাঁচ রথযাত্রার সূচি জানিয়ে নবান্নে বিজেপি-র চিঠি

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ভোট-প্রচারে গেরুয়া শিবিরের হাওয়া তুলতে ৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গে রথযাত্রার সূচনা করবেন বিজেপি সভাপতি জেপি নড্ডা। রাজ্যের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতভাবে সোমবার বিজেপি জানায়, ফেব্রুয়ারি-মার্চ জুড়ে এই যাত্রা হবে। প্রতিটির মেয়াদ হবে ২০-২৫ দিন। প্রতিটি রথযাত্রার সঙ্গে যৎপৃক্ত থাকে মিছিল বা সভা।

৬ ফেব্রুয়ারি রথযাত্রা হবে নদিয়া থেকে। যাত্রাপথ নদিয়া টাউন থেকে বারাকপুর। নদিয়া ছাড়াও রথ যাবে মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ২৪ পরগণার অংশবিশেষে। ৮ ফেব্রুয়ারি রথ কোচবিহার থেকে রওনা হয়ে যাবে মালদহ। এই দেই জেলা ছাড়া রথ অতিক্রম করবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ার জেলা।

তৃতীয় রথটি ৮ ফেব্রুয়ারি রওনা হবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ থেকে। আসবে কলকাতায়। ৯ ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রাম থেকে একটি রথ রওনা হবে। আসবে বেলুড়ে। ঝাড়গ্রাম ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া অতিক্রম করবে এই রথ। পঞ্চম রথটি রওনাহবে ৯ ফেব্রুয়ারি তারাপিঠ থেকে। বর্ধমান, আসানসোল, বীরভূম, বাঁকুড়া ছুঁয়ে রথ আসবে পুরুলিয়ায়। সূত্রের খবর, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে থাকতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দক্ষিণবঙ্গে রথযাত্রায় অংশ নেবেন তিনি।

রামমন্দির গড়ার ডাক দিয়ে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রায় সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। তার রাজনৈতিক সুফল দু'হাতে ঘরে তুলেছে বিজেপি। পরেও একাধিক বার এই কৌশল প্রয়োগে সাফল্য এসেছে। এ বার নবান্ন দখলের লক্ষ্যেও সেই রথযাত্রার কৌশল আঁকড়ে ধরতে চাইছে তারা।

দলীয় সূত্রের মতে, ৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গে প্রচারে গিয়ে সেখান রথযাত্রার সূচনা করতে পারেবন নড্ডা। বিজেপির প্রভাব তুলনায় কম থাকা দক্ষিণবঙ্গে তাতে শামিল হবেন শাহ। পরিকল্পনা রয়েছে এক দিন পাঁচটি রথ একই স্থানে মিলিত করার। সেখানে বড় মাপের জনসভা করা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

এটি দেশ বিক্রির বাজেট : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার দেশের সাধারণ বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন । এদিন বাজেট পেশ হতেই এর সমালোচনায় সরব হলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, "এটি দেশ বিক্রির বাজেট ছিল। এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি বিক্রির সেল ছিল। রেল, স্টেশন, বিমানবন্দর, লালকেল্লা, বিএসএনএল, এলআইসি বিক্রির পর এটা আর বাজেট নয়, বরং ব্যাঙ্ক, বন্দর, বৈদ্যুতিক লাইন, রাষ্ট্রীয় সড়ক, তেল, পাইপলাইন থেকে শুরু করে ওয়্যারহাউস বিক্রি করতে বিজেপির বদ্ধপরিকর মনোভাবেরই প্রকাশ। "

প্রসঙ্গত, করোনা পরিস্থিতিতে সোমবার দেশের সাধারণ বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।এদিন 'কাগজহীন বাজেট পেশ করে নির্মলা বলেন, "আমরা আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে বাজেট তৈরি করেছি। ধারাবাহিক বৃদ্ধির চেষ্টা থাকবে এই বাজেটে। ৫৪ হাজার কোটি টাকা স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে ১৭ হাজার স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত হবে। সরকার যে আত্মনির্ভর প্রকল্প নিয়েছে তা জিডিপির ১৩ শতাংশ। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে আমরা দায়বদ্ধ। করোনা ভ্যাকসিন তৈরিতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে মজবুত করতে পাঁচ বছরে ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার। করোনা টিকার জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "গরিব মানুষের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে সরকার।

কেন্দ্রীয় বাজেট বিশেষজ্ঞদের চোখে

অশোক সেনগুপ্ত

"নতুন কোনও চমক নেই" ডঃ অজিতাভ রায়চৌধুরী (অধ্যাপকঅর্থনীতিবিদ)

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি স)। এই বাজেটে নতুন কোনও চমক নেই। প্রায় সবই আগে সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে। এই মত বিশিষ্ট অধ্যাপক তথা অর্থনীতিবিদ ডঃ অজিতাভ রায়চৌধুরীর।

এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আগে জানিয়েছিলেন শতবর্ষের বাজেট হবে এবার। কিন্তু বাজেটের ঘোষণাগুলো সবই তো প্রায় আগে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের খাতে আশাব্যঞ্জক বরাদ্দের দাবি তোলা হচ্ছে। কিন্তু এই দুই খাতে বাজেটে ঘোষিত পরিমাণটা পাঁচ বছরের জন্য। সেই অর্থে বাৎসরিক বরাদ্দ সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়।

টাকার উৎসের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বিলগ্নীকরণের পথে হাঁটছে কেন্দ্র। কিন্তু এর জন্য শ্রমিক-কর্মীদের কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে, সেটা তো রীতিমত দুশ্চিন্তার। তাঁদের নিশ্চয়তা কে দেবে?

বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের ভাবনা খুব ভাল। তবে বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু ও অসমের সড়ক উন্নয়নে বরাদ্দের সঙ্গে অনেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ দেখবেন। কারণ, সামনে এই রাজ্যগুলোর বিধানসভা নির্বাচন। প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের প্রস্তাবটা ভাল। পাঁচ বছরে দেড় লক্ষ কোটি টাকা এতে লগ্নি হবে। এতে যদি ভারত গ্লোবাল সাপ্লাই চেনে ঢুকতে পারে, তাহলে ভাল হয়। এই প্রকল্পে বিদেশি লগ্নির কথাবলা হয়েছে। কীভাবে তা হবে, সেটা কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

*****

"স্বাগত জানাচ্ছি এই বাজেটকে" বিদ্যুৎ বসু

(রিসোর্স পার্সন, ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন ও 'নাবার্ড'-এর প্রাক্তন আধিকারিক) "এই কঠিন পরিস্থিতিতে যখন নানা প্রভাবশালি লবি থেকে চাপ আসছিল সবাইকে নগদ অনুদান দেবার জন্য তখন সেই সোজা, সস্তা আর জটিল পথে না গিয়ে আজকের এই বাজেটের মাধ্যমে সেই কাজ হাসিল করলেন সরকার। তাই স্বাগত জানাচ্ছি এই বাজেটকে।"

কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিদ্যুৎবাবু এই প্রতিবেদককে বললেন, "গ্রামীন পরিকাঠামো, মৎস্য বন্দর, রাস্তাঘাট ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া ফ্রেট করিডোর, রাস্তাঘাটের উন্নতি এবং ২২ টা শহরে মেট্রো রেলের প্রস্তাব পরিবহন ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে। এতে উৎপাদিত দ্রব্যের এবং শ্রমিকদের অবাধ চলাচল অনেকাংশে সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও উপভোক্তা উভয়েরই ন্যায্য দাম পাওয়া ও দেওয়া সম্ভব হয়। সরকারি ব্যাংক গুলিদের মূলধন যোগান, ডিআইসিজিসি- র আইন সংশোধন করে আমানাতকারী দের আমানত সুরক্ষিত করা, ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুশনকে গুরুত্ব দেওয়া, জাতীয় স্তরে সমবায় সংস্থাগুলোর জন্য প্রশাসনিক সংস্থা ইত্যাদি পদক্ষেপ ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত।"

*****

"আত্মনির্ভর ভারতের বাজেট" ডঃ প্রবীর দে

(অর্থনীতির অধ্যাপক, রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, নয়া দিল্লি, ভারত সরকারের এক সংস্থা)

"এই বাজেট দেশের উন্নতির পথ দেখাবে। প্রচুর নতুন চিন্তার প্রতিফলন বিশেষতঃ আত্মনির্ভর ভারতের জন্য এই বাজেট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য সড়ক উন্নয়ন খাতে ২৫,০০০ কোটি টাকা। এছাড়া ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে চা বাগানের কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য।"

বাজেট পর্যালোচনায় এই প্রতিবেদককে প্রবীরবাবু জানান, কেন্দ্রের অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ উপকৃত হবে। তবে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে যেমন অতিরিক্ত ২.৫০ টাকা প্রতি লিটার পেট্রোল আর ৪ টাকা প্রতি লিটারে ডিজেল। আবার কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের কথা বলা হয়েছে যা আমাদের দেশের খুব দরকার। সব মিলিয়ে এটা খুব ভালো বাজেট হয়েছে। এটা কোভিড পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের উন্নতির খুব কাজে আসবে। সবার জন্যেই। এছাড়াও এই বাজেটে ৩৫,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কোভিড থেকে দেশকে আরও স্বাভাবিক ও উন্নত অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য। ধার দেনা প্রচুর। তাই শতকরা ২০ ভাগ সুদ দিতেই চলে যায়। নতুন কোনও কর বসানো হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের জন্যও কিছু বলা হয়েছে। রাজ্যের পরিকাঠামোর উন্নতি, কৃষি ক্ষেত্র, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্যে এই বাজেট নতুন পথের দিশা দেখাবে। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে এই প্রথম একটা 'পেপারলেস বাজেট' পেশ হল বলে।

এ দেশ তোমার আমার আমরা ভরি খামার.....

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

সমাজের অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় কৃষক সম্প্রদায় সম্পত্তির অধিকারের লাভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। সেই বঞ্চনার শেষ সীমানায় পৌঁছে কৃষকরা আজ এই আন্দোলনের সামিল হয়েছেন।

জমিই হল কৃষকের মূল সম্পদ, যদিও তাঁদের এই সম্পদের খুব দ্রুত অবমূল্যায়ন ঘটছে। জমি অধিগ্রহণের হুমকি, জমির ব্যবহার, লিজ বা ভাড়া দেওয়ার উপর বিধিনিষেধ, জমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণষ জমির কাগজপত্রের অভাব, কৃষিজমিতে বিনিয়োগের ঘাটতি এবং জমি সংক্রান্ত ব্যাপক দুর্নীতির ফলে এই অবমূল্যায়ণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। উপজাতি গোষ্ঠীগুলি, যাঁরা আমাদের কৃষি উৎপাদনের একটাগুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাঁরা তাঁদের জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই আজও চালিয়ে যাচ্ছেন।

কেন্দ্রে কৃষি আন্তিন বাতিলের দাবিতে দু'মাস ধরে আন্দোলন করছে কৃষকরা। একাধিকবার কেন্দ্রে সঙ্গে বৈঠকেও মেলেনি পফাসূত্র। আর তাই এই জট কাটাতে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের দাবি এই নতুন কৃষি আইনের কিছু সাংবিধানিক যথার্থতা রয়েছে। সেগুলিরই সুপ্রিম কোর্টে শুনানি। পাশাপাশি এই আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের মতামত ও শুনল শীর্ষ আদলত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচাকপতি শরদ অরবিন্দ বোবড়ের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ কৃষক ও সরকার দু'পক্ষের কথাই শুনল। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়ে গিয়েছে কৃষকদের। কেন্দ্র আশার কথা শুনিয়েছিল কৃষকদের জন্য। জানা গিয়েছিল দু'পক্ষের মধ্যে স্বাস্থ্যকর আলোচনা হয়েছে।এমনকী বৈঠক শুরুর আগে কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমার বলেছিলেন, কোনো একটা সমাধানে পৌঁছনোর সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও মেলেনি কোনো সমাধানসূত্র। আর তাই দু'পক্ষের কথা শোনার জন্য এবং একটি সমাধানে আসার জন্য হস্তক্ষেপ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমরা পরিস্থিতি বুঝতে পারছি এবং আলোচনার মাধ্যমে কোনো একটা সমাধান হোক এটাই চাইছি। কেন্দ্রে তরফ থেকে শোনা যায় সুপ্রিম কোর্ট যদি বলে দেয় যে এই আইন মোটেই বৈধ হয় তা হলে তা বাতিল করা হবে। কিন্তু উল্টোটা বললে অবিলম্বে আন্দোল বন্ধ করতে হবে কৃষকদের। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, কোনোরকমের বাধা ছাড়াই কৃষকদের আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। কারণ প্রতিবাদ করার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার।

এদিকে কলকাতায় ঐতিহাসিক মহিলা কৃষক মজুর বিধানসভা, অংশ নিলেন হাজার মহিলা কৃষক মজুর, কেন্দ্রে তিনটি কৃষি আইন বাতিল সহ ৯টি রেজোলিউশন পাশ করলেন, সভা শেষে মহিলাদের বিশাল উজ্জ্বল মশাল মিছিল করল নারী কিষাণরা।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারীরাই প্রথম কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন। নারীর হাতে বোনা বীজ দিয়েই প্রথম চাষাবাদের প্রচলন হয়েছে এবং বর্তমানেও কৃষিক্ষেত্রে জমিতে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ রোপণ, ফসল ফলানো থেকে শুরু করে ফসল কাটার পরে সেটিকে প্রক্রিয়াজাত করে ঘরে তোলার ক্ষেত্রে নারীরাই প্রধান ভূমিকায় থাকে। মেয়েরা ক্ষেত্রে খামার নীরবে কাজ করে যায়, কৃষি বন মৎস্য চাষে আমাদের ব্যাপক মাত্রায় অংশগ্রণ থাকলেও আমাদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ণ হয় না। আমরা অদৃশ্য হয়েই থেকে যাই। চাষির পরিবারের একজন মহিলা পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতিদিন তথাকথিত বাড়ির কাজে ৮ থেকে ১৬ ঘণ্টা ব্যয় করে। বাড়ির পুরুষেরা যখন জুরি উপার্জন করে তখন তাদের বাড়ির কাজ করতে হয়। যার মধ্যে রয়েছে জ্বালানি সংগ্রম, ঘর রক্ষণাবেক্ষণ, মাছ এবং বুনো ফল সংগ্রহ করা, শিকড় এবং পাতা সংগ্রহ করা, ছাগল, হাঁস, গরু এবং মুরগি পালন, ধান সিদ্ধ প্রভৃতি। এরপরেও জমিতে আগাছ পরিষ্কার থেকে জমির যাবতীয় কাজ মহিলাদের প্রায় বিনামূল্যে করতে হয়। এমনকী মেয়েরা যখন অন্য লোকের জমিতে খেতমজুরের কাজ করেন তখন পুরুষদের চেয়ে বেশ পরিশ্রম হলেও অনেক কম জমুরি দেওয়া হয়। জীবনজীবিকা এবং জমির জন্য সব লড়াইয়ে সর্বদা মেয়েরা সামনের সারিতে থেকেছে। লড়াইয়ের ময়দানে তাদের বিশাল অবদান থাকা সত্ত্বেও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মতো সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দিল্লির কৃষক আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণকে অপমান করে বললেন 'কেন নারী এবং প্রবীণদের এই প্রতিবাদে রাখা হচ্ছে? বয়স্ক ও নারীদের 'ঘরে ফেরত পাঠানোণ' কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে অর্ডার পাশ করতে পারেন। এই ঘোষণার মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর আক্রমণ। নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, নতুন কৃষি আইনগুলি যে নারীর কৃষকদের অধিকার ও অস্তিত্বকে আরো বহুগুণ বিপন্ন করে তলুবে, তা বুঝেই তাঁরা আন্দোলনে আছেন। প্রধান বিচারপতির এই কথা নারীদের প্রান্তিক এবং অদৃশ্য করে রাখার এক সচেতন প্রয়াস।

মহিলা কৃষক মজুর বিধানসভা নিম্নলিখিত রেজোলিউশনগুলি বিস্তারের আলোচনার পর সর্বসম্মতিতে পাশ করেন ঃ

রেজোলিউশন -১ ঃ আমরা প্রধান বিচারপতির এই ঘোষণাকে ধিক্কার জানাই। আমাদের দাবি প্রধান বিচারপতিকে এই কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।

রেজোলিউশন -২ ঃ কৃষিতে নারীদেরও কৃষক বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃষিদের নারীদের শ্রমের সঠিক মূল্য দিতে হবে। পারিবারিক শ্রমকে কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যা আজও অদৃশ্য বা 'নো ওয়ার্ক' বলে গণ্য করা হয়। আমরা আরো দাবি করি যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য ন্যায্য ও সমান মজুরি দেওয়া হোক।

রেজোলিউশন -৩ ঃ তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। আমরা দাবি জানাই সর্বজনীন রেশন বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। যাতে প্রত্যেকে খাদ্যশস্য, ডাল, তেল, ডিম, আলু এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস পায়।

রেজোলিউশন -৪ ঃ কৃষি আইনগুলি বাতিল করে এমন আইন পাশ করুন যা মহিলাদের সমস্ত কৃষি সম্পত্তির যৌথ মালিক করে তোলে। জমিতে মহিলাদের অধিকার দেওয়ার জন এফআরএ বাস্তবায়ন করুন।

রেজোলিউশন -৫ ঃ আমরা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিক প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের সকল উৎপাদনে এমএসপি এবং গ্যারান্টেড বিকেন্দ্রিক সংগ্রহ কেন্দ্র চাই।

রেজোলিউশন -৬ ঃ নিশ্চিত করুন যে এমএসপি গণনা করার সময় কৃষিতে সমস্ত শ্রমিকের শ্রমের যথাযথ মূল্য যোগ করা হবে। সমস্ত কৃষিশ্রমিককে উপযুক্ত মজুরি দেওয়া হবে তা নিশ্চিত করতে হবে।

রেজোলিউশন -৭ ঃ এই আইনটি বাতিল করুন এবং আমাদের গ্রামেই আরো বেশি করে কাজের ব্যবস্থা করুন যাতে বাইরে কাজের সন্ধানে না যেতে হয়।

রেজোলিউশন -৮ ঃ আমরা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক মহিলাদের দেওয়া সমস্ত লোন মকুব করার দাবি করছি। লোন দেবার সময় আমাদের কাছ থেকে কোনোরকম কাটমানি বা কমিশন নেওয়া চলবে না। সরাসরি নিয়ম মেনে লোন দিতে হবে।

ফাইনাল রেজোলিউশন ঃ তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। সমস্ত ফসলের জন্য উৎপাদন করতে হবে। সমস্ত ফসলের জন্য উৎপাদন খরচের অন্তত ১.৫ গুণ এমএসপি ঘোষণা করতে হবে। সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েতগুলিতে বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ফসলের বিকেন্দ্রিভূত বিক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এটি কেন্দ্র সরকারকে পরিচালিত করতে হবে। সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর প্রায় ৫০০ মহিলা ধর্মতলা থেকে শিয়ালদহ মশাল মিছিল করেন। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

কালাইনে ফের সড়ক দুর্ঘটনা, জখম চার, সংকটজনক অবস্থায় শিলচর মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন সদ্যবিবাহিত যুবক

কালাইন (অসম), ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার কালাইনে ফের সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এবার সড়ক দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন চারজন। ওই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সংকটজনক অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সদ্যবিবাহিত জনৈক যুবক। বাকি আহতরা কালাইন এফআরইউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ছয় নম্বর জাতীয় সড়কের কালাইনে ভৈরববাড়ি লেনের পাশে সোমবার বেলা একটা নাগাদ সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যেকের মাথায় আঘাত লেগেছে। এছাড়া হাত পা কোমরে আঘাত লেগেছে সবার। জানা গেছে, এএস ১১ সিসি ৪৯০২ নম্বরের অটো রিকশা যাত্রী নিয়ে কালাইন বাজার থেকে গুমড়া অভিমুখে যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণগ্রামের ভৈরববাড়ি লেনের সামনে যাওয়ার পর এএস ১১ ডিসি ১৯৮২ নম্বরের ম্যাজিক গাড়ির সঙ্গে প্রথমে সামান্য ধাক্কা লাগে। পর মুহূর্তে বিপরীত দিক থেকে আগত দ্রুতগতির একটি লরি সজোরে ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী অটোকে। লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই পাল্টে যায় অটোটি। যাত্রীরা ছিটকে গিয়ে রাস্তায় পড়েন। জখম ব্যক্তিরা হলেন করচূড়া গ্রামের অসিত নাথের ছেলে প্রণয় কুমার নাথ (৩৫), কালাইন ব্রাহ্মণগ্রামের উমারানি দাস (৮২) এবং তাঁর নাতি তথা ব্যবসায়ী বিজন দাসের ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র রাজন নাথ (১৬), ধুইলকান্দির বাসিন্দা চা বিক্রেতা প্রতিভা নমশূদ্র (৫০)।

এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের লোকজন এসে জখম ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কালাইন এফআরইউ হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি সন্দীপ দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জখম ব্যক্তিদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে ঘনঘন সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদে প্রায় এক ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন উন্মত্ত জনতা। কালাইন পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। আহতদের মধ্যে প্রণয় নাথের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় কালাইন এফআরইউ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিলচর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তর করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। উল্লেখ্য, উমরাংসোর গরমপানিতে প্রণয় নাথের ব্যবসায়িক দোকান রয়েছে। মাত্র ১২ দিন আগে করিমগঞ্জের মহিশাসন গ্রামে প্রণয় নাথ বিয়ে করেছেন। বাকি জখম ব্যক্তিদের কালাইন এফআরইউ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক ১২ চাকার লরিটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তবে অটো ও ম্যাজিক গাড়ি দুটি কালাইন পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

২৭ মার্চ হতে পারে হাসিনা-মোদির বৈঠক

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ৩১।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি আগামী ২৫ অথবা ২৬ মার্চ ঢাকায় আসতে পারেন। ২৭ মার্চ দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হতে পারে।

রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন পররাষ্ট্র সচিব। তিনি বলেন, দিল্লি সফরকালে পানিবন্টন ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে। তিস্তা নদীর পানিচুক্তি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে উভয়পরে মধ্যে। তিস্তা চুক্তি নিয়ে আমাদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। তবে এ চুক্তির বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব

বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পর রাখাইনে পরিস্থিতি পর্যবেণে আমরা ভারতকেও আশা করছি। আমরা সেখানে (দিল্লিতে) আলোচনা বলেছি, রাখাইনে ভারত, জাপান, আসিয়ানের অন্যান্য দেশও পরিস্থিতি পর্যবেণ করতে পারে।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ২৮ জানুয়ারি দিল্লি সফরে যান। ৩১ জানুয়ারি সকালে দিল্লি সফর শেষে ঢাকায় ফিরেছেন।

দৈনিক মৃত্যু কমে ১১৮, ভারতে সার্বিক সুস্থতা বেড়ে ৯৭ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে কমছে। নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যাও। রবিবার সারা দিনে ভারতে মাত্র ১১,৪২৭ জন নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১১৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৪,৩৪,৯৮৩ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১,৪২৭ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৭,৫৭,৬১০-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৮৫৮ জন। ১১৮ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৪,৩৯২ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৪,৩৪,৯৮৩ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৩৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৫৪৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৪৩ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ১৪ হাজার ৫০৯ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কাছে টিকা চেয়েছে হাঙ্গেরি-বলিভিয়া

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ৩১।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ হাঙ্গেরি বাংলাদেশের কাছে পাঁচ হাজার করোনার টিকা চেয়েছে। এছাড়া দণি আমেরিকার দেশ বলিভিয়াও টিকা চেয়েছে।

রোববার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে এ তথ্য জানান শাহরিয়ার আলম।

আলোচনায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের যে স্টক আছে সেখান থেকে আমরা দেব। বলিভিয়াও আমাদের কাছে চেয়েছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেবে।

টিকা নিয়ে গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, গুজব রটনাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আইন আছে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি, বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন নিয়ে রটনা তৈরির জন্যে যাতে এ আইন প্রয়োগ করা হয়।

ওড়িশার কোরাপুটে পিক-আপ ভ্যান উল্টে মৃত ৯, আহত ১৩ জন

কোরাপুট, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ওড়িশার কোরাপুট জেলায় যাত্রীবাহী পিক-আপ ভ্যান উল্টে প্রাণ হারালেন ৯ জন যাত্রী। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৩ জন। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোরাপুট জেলার কোটপাড় থানার অন্তর্গত মুর্তাহান্ডির কাছে ৩২৬-নম্বর জাতীয় সড়কে। কোরাপুটের জেলাশাসক মধুসূদন মিশ্র জানিয়েছেন, ওড়িশার সিন্ধিগুড়া গ্রাম থেকে পিক-আপ ভ্যানে চেপে ছত্তিশগড়ের কুলটা গ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিলেন যাত্রীরা। রাতের অন্ধকারে মুর্তাহান্ডির কাছে ৩২৬-নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় পিক-আপ ভ্যানটি। জেলাশাসক জানিয়েছেন, পিক-আপ ভ্যান উল্টে প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন যাত্রী এবং আহত অবস্থায় ১৩ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পিক-আপ ভ্যানটি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৯ জনের মৃত্যুতে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, আহতদের আরোগ্য কামনা ওড়িশার কোরাপুট জেলায় পিক-আপ ভ্যান উল্টে ৯ জনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ওড়িশার কোরাপুটে দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা। আশা করছি আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।

সাহসিকতার সঙ্গে সমুদ্রকে নিরাপদ রেখেছে উপকূলরক্ষী বাহিনী : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে উপকূলরক্ষী বাহিনীর সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের সমুদ্রকে নিরাপদ সুনিশ্চিত করেছে উপকূলরক্ষী বাহিনী।' সোমবার, ১ ফেব্রুয়ারি ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। এদিন সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে, উপকূলরক্ষী বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাঁদের পরিবারকে শুভেচ্ছা। আমাদের উপকূলরক্ষী বাহিনী সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের সমুদ্রকে নিরাপদ সুনিশ্চিত করেছে। তাঁদের পেশাদারিত্ব এবং অনবদ্য সেবার জন্য আমরা গর্বিত।' প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। টুইট করে রাজনাথ সিং লিখেছেন, """ভারতের উপকূলকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে উপকূলরক্ষী বাহিনী। দেশের প্রতি বাহিনীর সেবার জন্য তাঁদের স্যালুট জানাই।""""

মরশুমের শীতলতম দিন ফেব্রুয়ারির শুরুতেই রেকর্ড

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তাপমাত্রার নিরিখে সোমবার মরশুমের শীতলতম দিন। গত ১০ বছরের তাপমাত্রার নিরিখে রেকর্ড গড়ল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, নিম্নচাপের ধাক্কায় মাঝে মাঝে বাধা পেয়েছে শীত। তবে জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারির শুরুতে শহরবাসীকে জমিয়ে রেখেছে ঠাণ্ডা। রবিবারের পর সোমবারও ফের কমেছে কলকাতার তাপমাত্রা। পারদ নামে ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি কম। সোমবার কলকাতায় সকালে সামান্য কুয়াশা ছিল। তবে পরে মেঘমুক্ত রোদ ঝলমলে আকাশের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, সোমবার সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটিও স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৯৭ শতাংশ। ঠান্ডার কামড়ের পাশাপাশি ঘন কুয়াশার দাপটও লক্ষ্য করা যাবে। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ এবং উত্তরবঙ্গ মিলিয়ে রাজ্যের ১৪টি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি জারি থাকবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি হয়েছে। আগামী দু'দিন অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। রেকর্ড শীত পড়ায় ফেব্রুয়ারি শুরুতেও বেজায় খুশি শীতবিলাসীরা। আপাতত চেটেপুটে শীত উপভোগ করতে ব্যস্ত তাঁরা।

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়েছে। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর দিনাজপুরেরও ঘন কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকা পড়ার সম্ভাবনা। ঘন কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারেও। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে।

বিজেপিতে যোগ দিয়েই জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা রাজীবের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিজেপিতে যোগ দেওয়ার মাত্র দু'দিনের মধ্যেই জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাচ্ছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার থেকে তাঁর জন্য এই নিরাপত্তা বরাদ্দ হয়েছে। রবিবার রাতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দফতর থেকে তাঁকে ফোনে এ কথা জানানো হয়। স্বরাষ্ট্র দফতর সূত্রের খবর, জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তায় ৪/৫ জন এনএসজি রক্ষী-সহ ২২ জনের বিশেষ বাহিনী থাকে। এটি মূলত দেখাশোনা করে সিআরপিএফ। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি তৃণমূল থেকে বিজেপি-তে আসা শুভেন্দু অধিকারীকেও এই নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্র। বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন। গত ডিসেম্বরে ডায়মন্ডহারবার রোডে বিজেপি নেতৃবৃন্দের কনভয়ের ওপর তৃণমূলের আক্রমণের পর তাঁকে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে গিয়ে অমিত শাহের উপস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান রাজীববাবু। রবিবার ডুমুরজলায় বিজেপির কর্মসূচিতে যোগ দেন তিনি। তৃণমূলকে একাধিক ইস্যুতে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন রাজীব। মঙ্গলবার বারুইপুরে প্রথম জনসভা রয়েছে তাঁর। ঘাসফুল শিবিরের উদ্দেশে কী বার্তা দেন, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

ভারতে ১৯.৭০-কোটির উর্দ্ধে করোনা টেস্ট, সক্রিয় রোগী ১.৫৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ১৯.৭০-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৫,০৪,২৬৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,৭০,৯২,৬৩৫-এ পৌঁছে গেল। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা রোজই বাড়ছে, কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৮৫৮ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭ শতাংশ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৪,৩৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১১৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৪,৩৪,৯৮৩ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৬৮,২৩৫ জন করোনা-রোগী (১.৫৬ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের, আপাতত ইন্টারনেট বন্ধ থাকছে দিল্লির তিনটি সীমায়

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আপাতত ইন্টারনেট বন্ধই থাকছে দিল্লির তিনটি সীমায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২ ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটা পর্যন্ত দিল্লি তিনটি সীমা-সিংঘু, গাজীপুর এবং টিকরি সীমায় বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট। গত সপ্তাহেই দিল্লি সংলগ্ন ওই তিন সীমানার ইন্টারনেট সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি রাত এগারোটা অবধি বন্ধ ছিল ইন্টারনেট। সোমবার নতুন নির্দেশিকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ২ ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটা পর্যন্ত দিল্লি তিনটি সীমা-সিংঘু, গাজীপুর এবং টিকরি সীমায় বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট। অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি রাত এগারোটা অবধি দিল্লি লাগোয়া তিন সীমায় বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিগত প্রায় দু''মাসের বেশি সময় ধরে এই তিনটি সীমায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা।

ভিওয়ান্ডিতে গোডাউন ভেঙে মৃত্যু একজনের, আহত ৬ জন

থানে (মহারাষ্ট্র), ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডি শহরে গোডাউন ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালেন একজন। গোডাউন ভেঙে পড়ার ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৬ জন। সোমবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ মানকোলি নাকার কাছে ভিওয়ান্ডির হরিহর কম্পাউন্ডে অবস্থিত একটি একতলা গোডাউন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকাজের জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। দীর্ঘ সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ৬ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তবে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন সৌরভ ত্রিপাঠি নামে একজন কর্মী। তিনি ওই গোডাউনের নিরাপত্তা রক্ষী ছিলেন। আহত হয়েছেন সুনীল কামরা, কল্পনা পাটিল এবং রোশান পাগি-সহ ৬ জন। তাঁদের ভিওয়ান্ডির আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে গোডাউনটি ভেঙে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দৈনিক মৃত্যু কমে ২৬, পাকিস্তানে মোট করোনা-মুক্ত ৫ লক্ষেরও বেশি

ইসলামাবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে এবার ৩০-এর নীচে নেমে এল দৈনিক করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা, আক্রান্তের সংখ্যা ২০০০-এর নীচে। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬১৫ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১১,৬৮৩ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪২৮ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ০১ হাজার ২৫২ জন।

সোমবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬১৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৬ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৪৬,৪২৮। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৩,৪৯৩। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫,০১,২৫২ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৪.৬৪ শতাংশ।

দলের প্রতি ক্ষোভ, তৃণমূল ছাড়লেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক হালদার

ডায়মন্ড হারবার, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল বিধায়ক দীপক হালদার। সোমবার সকালে দলকে স্পিড পোস্ট মারফৎ পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন তিনি। তবে দল ছাড়লেও বিধায়ক পদ ছাড়ছেন না বলেই জানিয়েছেন দীপক। তৃণমূল ছাড়ার পর, তিনি আদৌ বিজেপিতে যোগ দেবেন কিনা সে সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বললেও একেবারে সে কথা উড়িয়েও দেননি। দীপকের মূল অভিযোগ, দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে তাঁকে কোনও কাজ করতে দেওয়া হয়নি। দলের কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে ডাকাও হয় নি। এ নিয়ে বারবার দলের উপর নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ দীপকের। বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বেসুরো ছিলেন। এদিন দলের সদর দফতর, জেলা সভাপতি-সহ একাধিক স্থানে নিজের পদত্যাগ পত্র স্পিড পোস্ট মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে মুকুল রায় ও শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেবেন তিনি।

করিমগঞ্জের পনেরোঘরে কেন কংগ্রেসের জনসভা দল এবং বিধায়ক কমলাক্ষকে ঠুকেছেন সাহাবুল ইসলাম

করিমগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করিমগঞ্জ শহরের মানুষ কংগ্রেস এবং বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। বিশেষ করে শহরের হিন্দু ভোটাররা কংগ্রেসের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না। তাই জেলা কংগ্রেস তাঁদের নির্বাচনি জনসভা কোনও হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আয়োজন না করে মুসলিম অধ্যুষিত পনেরোঘরে করছে। বক্তা এআইইউডিএফ থেকে বহিষ্কৃত সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী (পারুল)। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা গোলামনবী আজাদ, এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক জীতেন্দ্র সিং অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, সাংসদ গৌরব গগৈ, দলের সর্বভারতীয় মহিলা সভানেত্রী সুস্মিতা দেব সহ এক ঝাঁক কংগ্রেসি নেতাদের উপস্থিতিতে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর করিমগঞ্জের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা পনেরোঘরে এক বিশাল নির্বাচনি জনসভার আয়োজন করেছে জেলা কংগ্রেস। জনসভার একদিন আগে এআইইউডিএফ থেকে বহিষ্কৃত বিতর্কিত নেতা সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী এভাবেই কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের প্রস্তাবিত জনসভার প্রাক-মুহূর্তে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং জেলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে প্রাক্তন এআইইউডিএফ নেতা সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এখন আর আগের মতো গণভিত্তি নেই। উত্তর করিমগঞ্জের সাধারণ জনগণ গত দশ বছরের প্রতারণা ও ছলনার রাজনীতি থেকে পরিত্রাণ পেতে মুখিয়ে রয়েছেন। তিনি বলেন, বিধায়ক কমলাক্ষ যদি বাস্তবিকই বিজেপির বিরুদ্ধাচরণ করতেন, তা-হলে তিনি শহরের কোনও হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় জনসভা করার সাহস পাচ্ছেন না কেন? এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে সাহাবুল জেলা কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন। বলেন, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়ও বুঝতে পেরেছেন, শহরের হিন্দু ভোটারদের কাছে বিধায়ক কমলাক্ষের জনপ্রিয়তা আর আগের মতো নেই। শহরের হিন্দু ভোটাররা বিধায়ক কমলাক্ষকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই শেষ সম্বল হিসেবে উত্তর করিমগঞ্জের মুসলমান ভোটাররাই বিধায়কের একমাত্র ভরসা। কংগ্রেস এবং কমলাক্ষের ডুবন্ত তরী পুনরায় ভাসাতে হলে মুসলিম ভোটাররাই ভরসা। তাই মুসলিম ভোটারদের মন গলাতে আকবরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর মুসলিম অধ্যুষিত পনেরোঘরে কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ কংগ্রেসের প্রথমসারির নেতাদের উপস্থিতিতে নির্বাচনি বিউগল বাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, লোক দেখানো অভিনয়ে সিদ্ধহস্ত বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সদ্যসমাপ্ত বিজেপির কার্যনির্বাহী সভার ঠিক আগে বিজেপি নেতাদের সামনে নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য অযথা শহরে কংগ্রেসের মিছিল বের করেছিলেন। কিন্তু এতে হালে পানি না পেয়ে নাটকবাজ বিধায়ক কমলাক্ষ এখন রাজনৈতিক অস্তিত্বের খোঁজে উত্তর করিমগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমান ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। আকবরপুর জিপিতে জনসভা করে ফের উত্তর করিমগঞ্জের সহজ সরল মুসলিম ভোটারদের তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন বলেও গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন সাহাবুল।

তিনি বলেন, উত্তর করিমগঞ্জের জনগণ, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। উন্নয়নের নামে সাধারণ ভোটারদের বোকা বানিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ একদিকে যেমন টাকার পাহাড় তৈরি করছেন, অন্যদিকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গ্রামের যুব নেতৃত্বকে পঙ্গু করে রেখেছেন। তাঁর দশ বছরের সময়কালে গ্রামের মানুষদের দলীয় অ্যাপোয়েন্টমেন্ট, আর শহরের নিজের ঘনিষ্ঠদের সরকারি অ্যাপোয়েন্টমেন্ট প্রদান করছেন বিধায়ক কমলাক্ষ। ৩ ফেব্রুয়ারি আকবরপুর জিপির পনেরোঘরের মাঠে কংগ্রেসের জনসভা সম্পর্কে সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, কংগ্রেসের এ-সব জনসভায় সাধারণ মানুষের কোনও মোহ নেই। গ্রাম-শহরের প্রতিটি মানুষ দল-মত নির্বিশেষে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের পতন চাইছেন। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার মানুষ এখন বিজেপিমুখো। তাই হিন্দু এলাকায় বিধায়ক কমলাক্ষের কোনও ঠাঁই নেই। হাতেগোনা দশ-বারোজন যুবকই নাকি এখন বিধায়ক কমলাক্ষের সম্বল বলে মন্তব্য করেন সাহাবুল।

বিভিন্ন ওয়াজ মেহফিলে বিধায়ক কমলাক্ষের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী কটাক্ষ করে বলেন, ওয়াজ কোনও মেলার মাঠ নয়, এমন-কি আনন্দ উপভোগের কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানও নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাঁরা প্রস্রাব করে তাঁরা কখনও ওয়াজ মেহফিলের মতো কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ওয়াজ মেহফিলে অংশগ্রহণ করতে যতটুকু পবিত্রতা থাকতে হয় ততটুকু পবিত্রতা কি বজায় রাখেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ? এই প্রশ্ন তুলে সাহাবুল ইসলাম এ-সব বিধায়ক কমলাক্ষবাবুর লোক দেখানো নাটক বলে আখ্যা দেন। উত্তর করিমগঞ্জের সাধারণ জনগন এবারের নির্বাচনে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের সকল নাটকের যবনিকা ঘটাবেন বলেও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী।

স্বস্তি পেলেন যাত্রীরা, মুম্বইয়ে সকলের জন্য চালু লোকাল ট্রেন

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, অবশেষে ট্র্যাকে ফিরল মুম্বইয়ে "লাইফলাইন"। সোমবার সকাল থেকে সমস্ত যাত্রীদের জন্য লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু হল মুম্বইয়ে। ফলে দীর্ঘ কয়েকমাস পর স্বস্তি পেলেন মুম্বই ও শহরতলির যাত্রীরা। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বন্ধ ছিল মুম্বইয়ের "লাইফলাইন"। দুর্ভোগে পড়েছিলেন অসংখ্য যাত্রীরা। অবশেষে সোমবার থেকে সকলের জন্য চালু হল লোকাল ট্রেন পরিষেবা।

আপাতত জনসাধারণের জন্য তিনটি টাইম-স্লটে চলবে ট্রেন। প্রথম লোকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু হবে সকাল সাতটায়, তারপর দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে এবং রাত ন'টায় দিনের অন্তিম লোকাল ট্রেন। এদিন সকালে পশ্চিম শহরতলি এবং ভাসাই-নালাসোপারা অঞ্চলের বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। লোকাল ট্রেন চালু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন যাত্রীরা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ত্রিশের পরে নারীদের যেভাবে সময় কাটানো প্রয়োজন

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।কথায় বলে 'তিরিশে ফিনিশ'। তবে বর্তমান সময়ে সে কথা একেবারেই খাটে না। তরুণ বয়স থেকেই আয় উপার্যনের চিন্তা করে এখন নারীরা। জীবন গড়ার মাঝে সময় গড়িয়ে বয়স চলে আসে ত্রিশের কোঠায়।আর তাই এখন সময় নিজেকে একটু সময় দেওয়ার। ব্যস্ত জীবন তা চাকরি বা ঘরের কাজ যেটাই হোক- সময় বের করে নিজের খেয়াল দেওয়া উচিত।ত্রিশের পরে নারীদের জীবনে যে সকল বিষয়ের প্রতি মনযোগ দেওয়া উচিত তা তুলে ধরা হল জীবনযাপক-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে। বেড়াতে যাওয়া: সফলতার জন্য হয়ত দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বাড়ছে কাজের চাপ। এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে কিছুটা সময় নিয়ে বেড়িয়ে আসা প্রয়োজন। এতে কাজে নতুন উদ্দীপনা পাওয়া যায় ও একঘেয়ে ভাব দূর হয়। এছাড়াও, সুন্দর জায়গায় তোলা ছবিগুলো পরে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে। উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা: পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ হতে বর্তমান প্রযুক্তি ও সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই সেমিনার, পেশাদার কোর্স, কার্যনির্বাহী শিক্ষা ডিগ্রি ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো। এতে সফলতার পথ সুগম হবে।

শখ ও আবেগ: এটা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য যে, পেশা জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শখকে বিসর্জন দিতে হয়।তাই কাজের ফাঁকে সময় বের করে পছন্দের কাজ করা উচিত। যা একঘেয়ে ভাব দূর করবে।ত্বকের সঠিক পরিচর্যা: প্রসাধনী ও সঠিক রূপচর্চার সামগ্রী কখনও ত্বকের ক্ষতি করে না। বয়স ত্রিশের পরে নিয়মিত ত্বক পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক আক্রান্ত হতে থাকে, বিবর্ণতা, ত্বকের মৃত কোষ দেখা দেয়। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে। ত্বকের সার্বিক পরিচর্যা আর্দ্রতা ধরে রাখে ও ত্বকের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে।সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবত করা: ব্যস্ত জীবনে অবসর বের করে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর কথা অনেকেই প্রায় ভুলতে বসেন। এতে জীবন আরও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তাই সময় বের করে সন্ধ্যায় পরিবার পরিজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান বা রাতে বাইরে খাবারের আয়োজন করুন। এতে সময় ভালো কাটবে, জীবনে ভালো স্মৃতি যোগ হবে। মনে রাখবেন যে সময় চলে যাচ্ছে তা আর ফিরে আসবে না। তাই সময়কে আনন্দঘন ও স্মৃতিবহুল করে তুলুন।

অ্যাডেলকে অনেক দিয়েছে যে বন্ধু

২২ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় অ্যাডেলের টোয়েন্টি ওয়ান অ্যালবামটি। এ অ্যালবাম অনেক কিছু দিয়েছে এই ব্রিটিশ সংগীতশিল্পীকে। দিয়েছে ব্যাপক পরিচিতি, খ্যাতি, অর্থ, সম্মান ও সম্মাননা। ২৪ জানুয়ারি ছিল অ্যালবামটি প্রকাশের দশকপূর্তি। আনন্দের সঙ্গে দিনটি স্মরণ করেছেন অ্যাডেল।

'রোলিং ইন দ্য ডিপ', 'সেট ফায়ার টু দ্য রেইন', 'সামওয়ান লাইক ইউ'র মতো সাড়াজাগানো গানগুলো ছিল টোয়েন্টি ওয়ান অ্যালবামে। ২০১১ সালের ২৪ জানুয়ারি যুক্তরাজ্যে ও পরের মাসে এটি মুক্তি পায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। অ্যালবামটি নিয়ে ভীষণ হইচই পড়ে যায়। ২০১২ সালের গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডে বর্ষসেরা অ্যালবাম, রেকর্ড অব দ্য ইয়ার, সং অব দ্য ইয়ারসহ ছয়টি পুরস্কার জিতে নেন অ্যাডেল। দশকপূর্তিতে অ্যালবামটির কভার, দুটি সাদা-কালো ছবিসহ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ইনস্টাগ্রামে অ্যাডেল লিখেছেন, '১০ বছর পূর্তির শুভেচ্ছা বন্ধু। এক দশক আগের অনুভূতিটা কেমন ছিল, তার কতটুকুই—বা মনে আছে! তবু আমাকে সঙ্গে রাখার জন্য, আমার কণ্ঠকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে তোমাকে ধন্যবাদ।' ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় অ্যাডেলের শেষ অ্যালবাম টোয়েন্টি ফাইভ। গত পাঁচ বছর তাঁর আর কোনো অ্যালবাম আসেনি। তবে গত বছরের অক্টোবরে জনপ্রিয় মার্কিন টিভি অনুষ্ঠান 'স্যাটারডে নাইট লাইভ'-এ প্রথমবারের মতো উপস্থাপক হিসেবে দেখা যায় তাঁকে। গান না করে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় কেন? এ প্রসঙ্গে অ্যাডেল বলেছিলেন, 'কী আর করব, অ্যালবামের কাজ এখনো শেষ হয়নি। তা ছাড়া আমি দুটো কাজ একত্রে করতে ভয় পাই। বরং মনে হচ্ছে, পরচুলা পরে পানীয়র গ্লাস হাতে দূরে বসে বসে দেখি কী ঘটে।' অ্যাডেলের নতুন অ্যালবাম বা গান কি তবে আসবে না? শিল্পীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কমেডিয়ান অ্যালান কার সেই খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এরই মধ্যে তাঁর নতুন কয়েকটি গান শুনেছি। সেগুলো এত সুন্দর, এত সুন্দর যে বলে বোঝানো যাবে না। অনেক দিন পর তাঁর কণ্ঠ শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। এত সুন্দর আর অদ্বিতীয় স্বর অ্যাডেল ছাড়া আর কার হয়!'অ্যালবাম না এলেও দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে অ্যাডেলের জীবনে। ২০১৯ সালে স্বামী সাইমন কনেকির সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে তাঁর। তাঁদের আট বছরের ছেলের নাম অ্যাঞ্জেলো অ্যাডকিনস।

হিম বাতাস থেকে ত্বক রক্ষার পন্থা

কালেভদ্রে মুখে শীতল হাওয়ার পরশ ভালো লাগলেও ত্বকের জন্য তা মোটেই ভালো নয়।বিশেষ করে যারা দুই চাকার বাহন চালান তাদের জন্য এই বাতাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঠাণ্ডা লাগার প্রবল সম্ভাবনা তো আছেই। সঙ্গে আছে ত্বকের ক্ষতি।ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস হিউস্টন'য়ের ম্যাকগোভেন মেডিকাল স্কুল এবং বেইলর কলেজ অফ মেডিসিন'য়ের অধ্যাপক এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ত্বক বিশেষজ্ঞ রজনি কান্তা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''প্রবহমান হিম শীতল বাতাসে সাইকেল কিংবা মোটরসাইকেল চালানো, পাহাড়ে চড়া, দৌঁড়ানো, হাঁটাহাঁটি ইত্যাদির সময় দেখা দিতে 'উইন্ড বার্ন।''

কী এই উইন্ড বার্ন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের ত্বক বিশেষজ্ঞ মেলিসা পিলিয়াঙ্গ বলেন, ''ত্বকের বাহ্যিক অংশে বাতাসের কারণে হওয়া ক্ষতিকে আমরা 'উইন্ড বার্ন' বলি। ত্বকের বাইরের অংশটি আসলে পুরো ত্বকের সুরক্ষা আস্তর হিসেবে কাজ করে। হিম শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসলে এই আস্তরে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' ক্ষয়ে যায়, ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।''ডা. কান্তা বলেন, ''এই অবস্থায় ত্বকে লালচেভাব, স্পর্শকাতরতা, চামড়া ওঠা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। নাক ও গালের ত্বক সবচাইতে বেশি ক্ষতির শিকার হয় এই পরিস্থিতিতে।''রোদে পোড়ার সঙ্গে এর তফাৎটা অনুভবে। রোদে পোড়া হয় গরম, ফোলাভাব অনুভূত হয়। অন্যদিকে হিম বাতাসে ত্বকে সুঁচ ফোটানো বা টানটান ভাব অনুভূত হয়। সুবিধার দিক হল হিম বাতাসের এই ক্ষতি নিজ থেকেই সেরে যায় কয়েক দিনের মধ্যেই। তবে কোষ পর্যায়ে হওয়া ক্ষতিটা থেকে যেতে পারে স্থায়ীভাবে।

ক্ষতি এড়ানোর উপায়

নিউ ইয়র্ক'য়ের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালের 'ডার্মাটোলজি' বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জশুয়া জেইকনার বলেন, ''শীতকালে ত্বকে যথাসম্ভব মৃদুমাত্রার সাবান বা অন্যান্য প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। 'এক্সফোলিয়েশন' কমিয়ে আনতে হবে অনেকটা, বন্ধ রাখতে পারলে ভালো, কারণ এতে ত্বক আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। এমন 'ময়েশচরাইজার' ব্যবহার করতে হবে যাতে আছে 'সেরামাইডস'। এটি ত্বকের কোষ পর্যায়ে সৃষ্টি হওয়া ফাটলগুলো পূরণ করে বাইরের সুরক্ষা আস্তরকে শক্তিশালী করবে।''তিনি আরও বলেন, ''ভালোমানের 'পেট্রোলিয়াম' ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করতে হবে ঠোঁটের জন্য। ত্বকের এই অংশের জৈবিক সুরক্ষা সবচাইতে কম। ফলে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এই প্রসাধনী সবসময়ই হাতের কাছে থাকা উচিত।''শীতের 'সান প্রটেকশন' জরুরি। 'মিনারেল সানস্ক্রিন' ব্যবহার করতে পারেন। এতে থাকবে 'জিঙ্ক অক্সাইড' কিংবা 'টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড' যা ত্বকের জন্য অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের তুলনায় কোমল'', বলেন জেইকনার।

ত্বকের ক্ষয় সারানোর উপায়

ডা. জেইকনার বলেন, ''ভালোমানের একটি 'ময়েশচারাইজার' হবে আপনার পরম বন্ধু। ঘন ক্রিম বা মলম ত্বকের ক্ষয়পূরণ করবে। নারিকেল তেল কিংবা 'করোডিয়াল ওটমিল' সমৃদ্ধ প্রসাধনী ত্বকের অস্বস্তি দূর করতে বেশ উপকারী হবে। তবে যেকোনো নতুন প্রসাধনী ব্যবহারের আগে তা সামান্য ব্যবহার করে পরীক্ষা করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।''গরম পানিতে গোসল আরামের হলেও তা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলতে হবে। গরম পানিতে লম্বা গোসল ত্বকের আর্দ্রতা দূর করে।'' বলেন ডা. কান্তা।গা মুছেই শরীরের ময়েশচারাইজার মেখে নিতে হবে। হালকা ভেজা ত্বকের ময়েশচারাইজার মাখলে ত্বকের আর্দ্রতা আটকে থাকে।ডা কান্তা আরও বলেন, ''নিয়মিত কোন প্রসাধনী ব্যবহার করছেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'অ্যান্টি-এইজিং ক্রিম' যাতে আছে 'রেটিনয়েড' কিংবা ব্রণের চিকিৎসার প্রসাধনী যাতে আছে 'বেনজয়েল পেরোক্সাইড' কিংবা 'স্যালিসাইলিক অ্যাসিড', এগুলো সবই ত্বকে অস্বস্তি বাড়াবে শীতকালে।''

চোখের কালিমা ও বলিরেখা দূর করার ঘরোয়া উপায়

বয়স, জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস-সহ নানান কারণে চোখের নিচে কালচেভাব ও বলিরেখা হয়।রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চোখের নিচে কালোভাব ও বলিরেখা দেখা দেওয়ার কারণ ও এর প্রাকৃতিক সমাধান সম্পর্কে

চোখের চারপাশের কালচেভাব

নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই চোখের চারপাশের কালচেভাব একটা সাধারণ সমস্যা। এটা হওয়ার পেছনে নানান কারণও রয়েছে। প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

চোখের চারপাশের কালচে দাগ হওয়ার কারণ

বয়স: 'ডার্ক সার্কেল' হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল বয়স। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চামড়া পাতলা হতে থাকে। আর একারণেই ত্বকের নিচের রক্তনালী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়।চোখের ওপর চাপ বৃদ্ধি: 'স্ক্রিন টাইম' অর্থাৎ মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো চোখের ওপর চাপ বাড়ায়। ফলে চোখের চারপাশের রক্তনালী বড় হয়ে ওঠে। আর কালোভাব দেখা দেয়।পানি শূন্যতা: চোখের চারপাশের কালচেভাব সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল পানি শূন্যতা। শরীরে পর্যাপ্ত পানির অভাবে ত্বক মলিন ও কালচে হয়ে পড়ে।

'ডার্ক সারকেল' দূর করার ঘরোয়া উপায়

ঠাণ্ডা চাপ: রক্তনালী বিস্তৃত হওয়ার কারণে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। তাই, চোখে ঠাণ্ডা চাপ প্রয়োগ করা কালচেভাব দূর করতে সহায়তা করে।শসা: শসা পাতলা করে কেটে নিন কিংবা মিহি কুচি করে রেফ্রিজারেইটরে ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। ঠান্ডা শসা আক্রান্ত স্থানে রেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। দিনে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।ভিটামিন ই ও কাঠ বাদামের তেল: সমপরিমাণ কাঠ বাদামের তেল ও ভিটামিন ই মিশিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে 'ডার্ক সার্কেলে' মালিশ করুন। সকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবহার করুন।

টি ব্যাগ: দুটি টি ব্যাগ গরম পানিতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এরপর তা চোখের ওপরে রেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে কালচেভাব দূর হবে।

টমেটো: টমেটো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা চোখের চারপাশের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা কমায়। এক চা-চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে এক চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে চোখের চারপাশে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত টমেটোর রস পান করা যেতে পারে।

কাঠ বাদামের তেল ও লেবুর রস: এক চা-চামচ কাঠ বাদামের তেলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন। চার পাঁচ মিনিট এই মিশ্রণ মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

বলিরেখা দেখা দেওয়ার কারণ

বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি বা এরপর থেকে চোখের নিচের বলিরেখা দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে। বাইরে খুব বেশি সময় কাটানো হলে ত্রিশের আগেই তা ত্বকে ফুটে ওঠে। এই সমস্যা দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা নিরাপদ।অতিবেগুনি রশ্মি: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এই অংশের কোলাজেন হ্রাস পেতে থাকে। এরফলে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ দৃশ্যমান হয়। পরিবেশগত দূষণ বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ।

ধূমপান: ত্বকে অতিরিক্ত জারণের ফলে কোলাজেন ভেঙে যায় ও স্থিতিস্থাপকতা হারায়। তাই বলিরেখা দেখা দেয়। ধূমপান রক্তনালীকে সংকুচিত করে ফেলে ও রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয়। ফলে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।উচ্চ শর্করা গ্রহণ: উচ্চ শর্করা ধরনের নিম্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ও বয়সের ছাপ ফেলে। তাই খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বলিরেখা কমাতে

অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরা প্রাকৃতিক আরামদায়ক উপাদান সমৃদ্ধ। ত্বকে পাঁচ মিনিট অ্যালো ভেরা মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গবেষণা থেকে দেখা যায় এটা বলিরেখা কমায়, কোলাজেন বাড়ায় ও ত্বককে আর্দ্র রাখতে সহায়তা করে।

কলার মাস্ক: একটা কলার চারভাগের এক অংশ মিহি পেস্ট করে নিন। এটা ত্বকে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কলাতে আছে প্রাকৃতিক তেল ও ভিটামিন যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়াত করে।

ডিমের সাদা অংশ: একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে তা ফেটে নিন। এটা ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে। ত্বকে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এটা কোলাজেন বাড়ায় ও বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

ভিটামিন সি: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, এটা ত্বকে কোলাজেন সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। ত্বকে ভিটামিন সি সিরাম ব্যবহার বলিরেখা কমায়। এটা ত্বককে আর্দ্র রাখতে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

হলুদ ও নারিকেল তেল: এক চিমটি হলুদ ও এক চামচ নারিকেল তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মিশ্রণটি চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে ত্বকে কয়েক ফোঁটা কাঠ বাদামের তেল যোগ করতে পারেন।

টক দই: আধা টেবিল-চামচ দইয়ের সঙ্গে গোলাপ জল ও মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখ ও চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বাড়াতে শুকনা ফল

শুকনা ফল সার্বিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি এগুলো ত্বক সুন্দর রাখতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে সহায়ক।রূপচর্চা-বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়াতে শুকনা ফলের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। কাঠবাদাম: এই বাদাম ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফোটাতে ও আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে ও বলিরেখা কমাতে কাঠবাদাম উপকারী।চার পাঁচটা কাঠাবাদাম সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে তা কলার সঙ্গে মেখে নিন।মিশ্রণটি ত্বকে মেখে গোলাকারভাবে ঘুরিয়ে স্ক্রাব করে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে সাধারণ তাপমাত্রার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।আখরোট: ভিটামিন বি সমৃদ্ধ যা ত্বককে দাগ ছোপ ও বলিরেখা থেকে সুরক্ষিত রাখে। এই বাদাম ত্বক এক্সফলিয়েট করতে ও মৃত কোষ দূর করতে সহায়ক।আখরোটের স্ক্রাব তৈরি করতে তিন চারটি আখরোট গুঁড়া করে তাতে এক চামচ মধু যোগ করে পেস্ট তৈরি করুন। প্যাকটি মুখে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বকের মৃত কোষ ও বাড়তি তেল দূর হবে।

কিশমিশ: ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে। পাঁচ ছয়টা কিশমিশ ভালো মতো পিষে এর সঙ্গে দুই চামচ দুধ যোগ করে নেড়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন।প্যাকটি মুখ ও গলায় মেখে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

শিল্প বাণিজ্য মেলায় মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। ছবি- নিজস্ব।

ভোটের মুখে রেশন ডিলারদের একগুচ্ছ সুবিধার কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোটের মুখে রেশন ডিলারদের একগুচ্ছ সুবিধার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরাও করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনের সারির যোদ্ধা। তাই তাঁরাও যাতে কোভিডের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ না হন সেই বিষয়টিতেও এবার নজর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশানের ''অন্নে অনন্যা বাংলা'' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই রাজ্যের রেশন ডিলারদের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন। তার মধ্যে অন্যতম হল রেশন ডিলারদের লাইসেন্স নবীকরণের সময় ১ বছর থেকে বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৩ বছর।

নতুন করে রেশন ডিলারশিপ পাওয়ার জন্য যাঁরা আবেদন করছেন, তাঁদের কার্যনির্বাহী মুলধন ৫ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এবার থেকে রাজ্যের কোনও রেশন ডিলার যদি কর্মরত অবস্থায় প্রয়াত হন, তা হলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা সাহায্যও দেওয়া হবে।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই সম্মেলনের ভাষণে মমতা রেশন ডিলারদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আপনারাও করোনা যোদ্ধা। প্রথম সারিতে থেকে আপনারা লড়াই করেছেন। কৃষক থেকে শুরু করে পরিবেশক বা ডিলার, সকলেই করোনা যোদ্ধাদের তালিকাতেই পড়েন।''

রেশন ব্যবস্থায় গোলমাল নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী নরমে-গরমে বুঝিয়ে দেন, ডিলারদের সতর্ক হতে হবে। তিনি বলেন, 'অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে, ১০০ জনের মধ্যে হয়তো ৫ জন রেশন নিলেন না। সেই ৫ জনের নাম নথিভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের প্রাপ্য রেশন বিক্রি করা হচ্ছে বাজারে। এমন যাতে না ঘটে, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

করোনার সময় সাধারণ মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য রেশন ডিলারদের ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, আগের থেকে অনেকটাই কমিশন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিজিটাল রেশন কার্ড করা হয়েছে, কুপনে রেশন দেওয়া হচ্ছে। কম্পেনসেসন গ্রাউন্ডে আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়ে ৬০ দিন থেকে ১২০ দিন করা হয়েছে। প্রয়াত রেশন ডিলারের স্ত্রী, সন্তানরা আবেদন করে এই সুযোগ এখন নিতে পারছেন। সব মিলিয়ে আগের থেকে ডিলারদের অবস্থা অনেকটাই উন্নত হয়েছে। সেই কারণে যে ভাবে তাঁরা করোনার সময় সাধারণ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছেন, আগামী দিনেও যেন দিয়ে যান।

নতুন কোনও চমক নেই : ডঃ অজিতাভ রায়চৌধুরী

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এই বাজেটে নতুন কোনও চমক নেই। প্রায় সবই আগে সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে। এই মত বিশিষ্ট অধ্যক্ষ তথা অর্থনীতিবিদ ডঃ অজিতাভ রায়চৌধুরীর। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আগে জানিয়েছিলেন শতবর্ষের বাজেট হবে এবার। কিন্তু বাজেটের ঘোষণাগুলো সবই তো প্রায় আগে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের খাতে আশাব্যঞ্জক বরাদ্দের দাবি তোলা হচ্ছে। কিন্তু এই দুই খাতে বাজেটে ঘোষিত পরিমাণটা পাঁচ বছরের জন্য। সেই অর্থে বাৎসরিক বরাদ্দ সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। মানে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত খরচের অনেকটাই পাঁচ বছরে খরচ হবে। টাকার উৎসের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার বিলগ্নীকরণের পথে হাঁটছে কেন্দ্র। কিন্তু এর জন্য শ্রমিক-কর্মীদের কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে, সেটা তো রীতিমত দুশ্চিন্তার। তাঁদের নিশ্চয়তা কে দেবে? বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের ভাবনা খুব ভাল। তবে বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু ও অসমের সড়ক উন্নয়নে বরাদ্দের সঙ্গে অনেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ দেখবেন। কারণ, সামনে এই রাজ্যগুলোর বিধানসভা নির্বাচন। সিনিয়র সিটিজেনদের নানা সুযোগ ও ক্রমহ্রাসমান সুদ নিয়ে বাজেটে অনেকে দিশার আলো পাবেন বলে আশায় ছিলেন। তাঁরা হতাশ হয়েছেন। প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের প্রস্তাবটা ভাল। পাঁচ বছরে দেড় লক্ষ কোটি টাকা এতে লগ্নি হবে। এতে যদি ভারত গ্লোবাল সাপ্লাই চেনে ঢুকতে পারে, তাহলে ভাল হয়। এই প্রকল্পে বিদেশি লগ্নির কথাবলা হয়েছে। কীভাবে তা হবে, সেটা কিন্তু আমার কাছে স্পষ্ট নয়। বিদেশি লগ্নি কিভাবে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে লাগানো যায় সে ব্যাপারে আরও পরিষ্কার ধারণা দরকার ছিল।

বাজেটে দূষণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব নিয়ে টুইট বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাজেটে শহুরে স্বচ্ছ ভারত মিশন -২ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের বিষয়টি টুইটে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি জানান, ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকা। ২০২১ থেকে পর্যায়ক্রমে পাঁচ বছর ধরে এই অর্থ মঞ্জুর হবে। এই সঙ্গে তিনি জানান, ১০ লক্ষের ওপর লোক রয়েছে, এমন ৪২টি জনপদে বায়ুদূষণ রোধের চেষ্টায় বরাদ্দ হয়েছে ২,২১৭ কোটি টাকা। পুরনো ও বাতিল গাড়ি মালিকরা যাতে স্বতোপ্রনোদিতভাবে ছেড়ে দেন, তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করছে কেন্দ্র।

ভোটের আগে বিজেপি-তে যোগদান নিয়ে প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অন্য দল থেকে বিজেপি-তে যোগদানের জেরে বিজেপি-র লাভ হলেও দল নানা সমস্যার মুখে পড়ছে। বিষয়টা কবুল করে কৈলাস বিজয়বর্গীয় জানিয়েছেন, ভোটের আগে যোগদান করাবে না বিজেপি। আর তাঁর এই মন্তব্য নিয়েই এখন জলঘোলা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে।

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসার পাল্লাই বেশ ভারী। প্রশ্ন উঠেছে, এবার সেই দলবদলের পথেই কী বাঁধ দিতে চাইছে সঙ্ঘ নেতৃত্ব! কৈলাসবাবু জানিয়েছেন, ''নির্বাচনের আগে নতুন করে বিজেপিতে যোগদান আমরা বন্ধ রাখছি। আপাতত আর কাউকে যোগদান করানো হবে না।'' কিন্তু রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্তের কথা এখনও তাঁদের জানা নেই। অমিত শাহ বা জে পি নাড্ডা কারোর দিক থেকেই এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের কোনও নির্দেশ আসেনি।

আগামীদিনেও বেশ কিছু হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী-বিধায়ক দলবদল করতে পারেন। তাঁরা জে পি নাড্ডা বা অমিত শাহের সভা থেকেই যোগদান করবেন। এখন যদি যোগদানের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয় তাহলে দল ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কারন তৃণমূলকে ধাক্কা দিয়ে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করতে গেলে বিজেপিকে অন্য দল থেকে বিশেষ করে তৃণমূল থেকে দল ভাঙানোর খেলা চালিয়ে যেতেই হবে। স্বাভাবিক ভাবেই এখন প্রশ্ন উঠছে কৈলাসবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন সেটা তাহলে কার ইচ্ছাতে?

যাঁরা এখন নানা দল থেকে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা প্রায় সকলেই নিজেদের পছন্দমতন আসন থেকে প্রার্থী হতে চাইছেন। আর এখানেই তীব্র আপত্তি রয়েছে সঙ্ঘের। তাঁরা চাইছেন প্রার্থী নির্বাচনের লাগাম তাঁদের হাতেই ধরে রাখতে। আর যদি সেটা হয় তাহলে শুভেন্দু-রাজীবের মতো হেভিওয়েটদের বাদ দিয়ে আর কারোর আসনই সুরক্ষিত নয়। যে যাই দাবি করুক না কেন এদের সবাইকে সঙ্ঘ টিকিট দিতে নারাজ। সেই তালিকায় যেমন থাকছেন কালনার বিধায়ক, বালির বিধায়ক, শান্তিপুরের বিধায়ক, বাগদার বিধায়ক তেমনি থাকছেন ভাটপাড়ার বিধায়ক, লাভপুরের বিধায়ক, উত্তরপাড়ার বিধায়ক ও গাজোলের বিধায়ক।

মনে করা হচ্ছে আরএসএস বা সঙ্ঘ নেতৃত্বই কৈলাসবাবুর এই মন্তব্যের পিছনে রয়েছে। বাংলায় যেভাবে মুড়ি-মুড়কির হারে দল বদলের ঘটনা ঘটে চলেছে তা দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ সঙ্ঘ নেতৃত্ব। কারন যাঁরা দলে আসছেন, একদিকে তাঁরা যেমন সঙ্ঘের নীতি বা আদর্শের সঙ্গে পরিচিত নয়। তেমনি বিজেপিতে যোগদানের আগে তাঁরা অন্য দলে থাকাকালীন সময়ে আরএসএস-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছেন। এরই পাশাপাশি নব্য বিজেপির নেতাদের দাপটে বাংলায় এখন আদি বিজেপির নেতারা যেমন রীতিমত কোনঠাঁসা হয়ে গিয়েছে তেমনি নানা জায়গায় তাঁদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আরএসএসের নেতা থেকে সদস্যরা এই নব্য বিজেপির নেতাদের দাপটে রাজ্য বিজেপি সংগঠনেও ঠিকঠাক ভাবে কাজ করতেই পাচ্ছেন না।

দ্রুত চাল নিয়ে নিতে সরকারকে চাপ রাইস মিল মালিকদের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ধান সংগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদিত চাল মজুত করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছেন রাইস মিল মালিকরা। চাল উৎপাদনের পর তা দ্রুত যাতে সরকার নিয়ে নেয়, তার জন্য তাঁরা খাদ্য দফতরকে চাপ দিতে শুরু করেছেন।

সরকারি উদ্যোগে ধান সংগ্রহ করার পর তা ভাঙিয়ে চাল উৎপাদনের জন্য রাইস মিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাইস মিল মালিকদের সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল মালেক জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে জানিয়েছেন। বেশি পরিমাণে চাল রাখতে রাইস মিল মালিকরা সমস্যায় পড়ছেন। খোলা জায়গায় ধান-চাল ফেলে রাখলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। চালের গুণগত মান খারাপ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। খাদ্য দফতরসূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের গুদামে প্রায় ১৩ লাখ টন চাল মজুত করার ব্যবস্থা এখন আছে। আরও চাল মজুত করার জন্য গুদাম তৈরি হচ্ছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর আগামী জুন মাস পর্যন্ত বিনা পয়সায় রেশনে খাদ্য দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে খাদ্যদফতর। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সভায় বলছেন, জুন মাসের পরও রেশনে বিনা পয়সায় খাদ্য দেওয়া অব্যাহত থাকবে। রেশন গ্রাহকের সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে রেশনের জন্য চালের চাহিদা আগামী দিনে আরও বাড়বে বলে মনে করছে খাদ্যদফতর। রেশন ছাড়াও স্কুলের মিড ডে মিল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য চাল সরবরাহও খাদ্য দফতর করে। আগে ৩৫-৩৬ লাখ টন ধান কেনা হলেও চাহিদা মেটানো যেত। এখন চাহিদা অনেকটা বেড়েছে।

অসার বাজেট নির্মলার, বঞ্চিত অসম বলেছেন কংগ্রেস নেতা দেবব্রত

গুয়াহাটি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : একটি অসার বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বক্তা অসম বিধানসভায় কংগ্রেস দলপতি দেবব্রত শইকিয়া। আজ সংসদে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট ভাষণের পর গুয়াহাটিতে দলের প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছিলেন দেবব্রত। কংগ্রেস নেতা দুর্গাদাস বড়ো এবং নেত্রী ববিতা শর্মাকে দুপাশে বসিয়ে শইকিয়া বলেন, করোনা মহামারির আগে থেকেই দেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। করোনার প্রভাবে অর্থনীতি চূড়ান্ত বিপর্যস্ত। এমতাবস্থায় দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে প্রয়োজন ছিল স্টিরয়ডের। তা না করে মোদী সরকার প্যারাসিটামল দিয়েই দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে, অভিযোগ কংগ্রেস নেতা দেবব্রত শইকিয়ার। গোটা দেশের সামগ্রিক কিছু তথ্য তুলে তিনি অসমের ক্ষেত্রে এবারও বাজেটে বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছেন। দেবব্রত বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি রেখে মোদী সরকার এবারের বাজেটে অসমের চা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ১,০০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজের পাশাপাশি রাজ্যে জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্যও আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছে। শইকিয়া বলেন, মোদী সরকার ঘোষণা করতে পটু, কিন্তু সে অনুযায়ী রূপায়ণের ক্ষেত্রে একেবারেই দুর্বল। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩৫১ টাকায় বাড়ানো হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ করেনি বিজেপি সরকার। এছাড়া অসমের ছয় জনগোষ্ঠীকে জনজাতিকরণ, অক্ষরে অক্ষরে অসমচুক্তি রূপায়ণ, অসমের দুটি বন্ধ কাগজকলকে পুনর্জীবিত করার প্রতিশ্রুতিও বিজেপি সরকার রক্ষা করেনি। অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চা বাগান এলাকার উন্নয়নও তেমন হচ্ছে না বলে মনে করেন কংগ্রেস নেতা দেবব্রত। তিনি বলেন, অসমে রেজিস্টার্ড চা বাগান আছে প্রায় ৮৫০টি। এগুলোতে ২০টি পর্যন্ত লেবার-লাইন রয়েছে। অঙ্ক কষে তাঁর বক্তব্য, সব মিলিয়ে গোটা রাজ্যে আট থেকে ১২ হাজার লেবার-লাইন রয়েছে। অথচ গত পাঁচ বছরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কেবল ৬৫০টির মতো লেবার-লইনের উন্নতি করেছে। সে হিসেবে বছরে ১৩০টি লেবার-লাইনের উন্নয়ন করেছে এই সরকার। এই গতিতে কাজ চললে ১০ হাজার লেবার-লাইনের উন্নয়ন করতে এই সরকারের ১০০ বছর লাগবে, কটাক্ষ করেন দেবব্রত।

কেন্দ্রের মোদী সরকার বিগত দিনেও অসমকে আর্থিক অনুদানের ক্ষেত্রে চরম প্রতারণা করেছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন দেবব্রত শইকিয়া। প্রথমে পূর্ববর্তী ৯০:১০ আর্থিক অনুদানপ্রথা বন্ধ করেছে মোদী সরকার। পরবর্তীতে করের অংশ এবং বহু প্রকল্প থেকে অসমকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন। এছাড়া গত ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায় অসমের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন বক্তা।

বাজেটে বাড়তি কৃষি সেস বসান নিয়ে শ্লেষ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ''সেস সব শেষ করে দেবে। সেসের টাকা কিন্তু রাজ্যগুলো পায় না। সব কেন্দ্রের পকেটে যায়।''

এভাবেই বাজেটের প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্যের তৃণমূল সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলের দিকে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ উৎসবের সূচনায় মিলল সেই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার বেশ কিছু প্রাপ্তি হলেও যথারীতি তা নিয়ে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী। দিনের প্রথমার্ধে সংসদে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। দুপুরের দিকে তা শেষ হওয়ার পর থেকে উৎসাহী মহল অপেক্ষা করছিল, বাজেট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য।

বাংলায় রাস্তা তৈরির জন্য মোট ৬৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বাজেটে। কলকাতা-শিলিগুড়ি সড়ক নিয়ে তিনি বললেন, ''তোমরা আর কী করবে? সব কাজ তো আমরাই করে দিয়েছি। বাংলায় রাস্তা করতে এসেছে! সব রাস্তা আমরা করে দিয়েছি।'' এর পর এগ্রিকালচারাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট সেস বসানো নিয়ে তাঁর তীব্র কটাক্ষ,

'দেশবিরোধী' বাজেট বলে আজকের বাজেটকে উল্লেখ করেন তিনি। বাজেটে বেসরকারিকরণে জোর দেওয়া হয়েছে আরও। তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ, ''রেল, সেল, গেইল, বন্দর, এলআইসি-সব বিক্রি করে দিচ্ছে। নোটবন্দির মত ব্যাংকবন্দি করবে এবার। ব্যাংকে টাকা রাখবেন, দেখবেন, টাকা নেই। এবার দেশটাকেও বিক্রি করে দেবে।'' এর পর তিনি বিজেপি বিরোধী সুর আরও চড়িয়ে বলেন, ''এবার আপনারা বিজেপিকে বেচে দিন। কত টাকায় বেচতে পারবেন? ওদের আর কত টাকা চাই?''

এবারের বাজেটে বাংলা ও অসমের চা শ্রমিকদের জন্য ১ হাজার কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই দুই রাজ্যেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা রাজ্যের 'চা-সুন্দরী' প্রকল্পের কথা উল্লেখ করলেন। কেন্দ্রকে বিঁধে তাঁর বক্তব্য, ''আগেও তো লোকসভা ভোটের আগে প্রচারে এসে চা বাগান খুলে দেওয়ার কথা বলেছিল। করেছে কিছু? চা-শ্রমিকদের দুর্দশার কথা ভেবে আমরাই সব কাজ করেছি। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি দেওয়া হয়েছে, বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে।''

আচমকা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তিন আধিকারিককে বদলি

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই আচমকা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তিন আধিকারিককে বদলি করা হল।

সম্প্রতি এ রাজ্যে এসেছিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তখন বিজেপি-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলো আবেদন করেছিল, যে আধিকারিকরা দীর্ঘদিন ধরে কমিশনের অফিসে কাজ করছেন, সেই অফিসারদের কেন বদলি করা হচ্ছে না? নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে তিন বছর অন্তর বদলি করা হয়। কিন্তু এই তিন ডেপুটি সিইও-র ক্ষেত্রে তেমনটা কেন হয়নি? এই প্রশ্ন তোলে বিজেপি প্রতিনিধিদল। তারপরই নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ।

সরকারিভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না হলেও, কমিশন সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি সিইও শৈবাল বর্মণ, অনামিকা চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতজ্যোতি ভট্টাচার্যকে বদলি করা হবে। এরা তিনজনেই দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে কর্মরত ছিলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে এই নির্দেশ দেওয়া হলেও সরকারিভাবে এখনও কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। কমিশন এই নির্দেশকে ভোটের আগে রুটিন বদলি হিসেবে দাবি করছে।

গত ২১ জানুয়ারি রাজ্যে এসেছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরার নেতৃত্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তারপরই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) আজিজ আফতাবের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তাঁরা। ঘণ্টাখানেকের বৈঠকে নিজেদের কড়া মনোভাবের কথা স্পষ্ট করে দেয় ফুল বেঞ্চ।

নির্বাচনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এবার পশ্চিমবঙ্গে ১০০ শতাংশ হিংসামুক্ত নির্বাচন করতে কমিশন বদ্ধপরিকর। সেজন্য যা যা পদক্ষেপ প্রয়োজন তা কমিশন করবে। কোনওরকম ভুল বরদাস্ত করা হবে না। জেলা প্রশাসনগুলিকে কমিশনের এই বার্তা স্পষ্ট করে দিতে বলে বেঞ্চ।

ধনী আরও ধনী হচ্ছে, মধ্যবিত্ত উপেক্ষিত, গরিব আরও দারিদ্র্যে ডুবে যাচ্ছে, বাজেটে প্রতিক্রিয়া অমিত মিত্রর

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):''ধনী আরও ধনী হচ্ছে। মধ্যবিত্ত উপেক্ষিত, গরিব আরও দারিদ্র্যে ডুবে যাচ্ছে''। কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে সোমবার এই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। অমিতবাবু সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''আপনারা জানেন, করোনার মধ্যেই অনেক বানিজ্যিক সংস্থার সম্পদ দ্বিগুন, তিনগুন হয়ে গিয়েছে। ডিমান্ড স্টিমুলেশন এই বাজেটে নেই। আমি তাই বিভ্রান্ত বোধ করছি। সাধারণ মানুষের হাতে খরচের জন্য টাকা তুলে দেওয়ার পদ্ধতি আছে সারা পৃথিবীতে। এমনকি যদি ইউনাইটেড কিংডমে করোনার জন্য কর্মক্ষেত্রে যেতে না পারলেও বেতনের ৮০ শতাংশ দেওয়া হয়েছে।

দলত্যাগীদের উদ্দেশে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ''কয়েকটা চোর-ডাকাত অনেক টাকা করে ফেলেছে। তারা গোবর্ধনের কাছে টাকা জমা দিতে যাচ্ছে।''

সোমবার এই ভাষাতেই তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানে দলত্যাগী নেতানেত্রীদের উদ্দেশে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ''কয়েকটা চোর-ডাকাত অনেক টাকা করে ফেলেছে। তারা গোবর্ধনের কাছে টাকা জমা দিতে যাচ্ছে। চিন্তা করার কারণ নেই। ওগুলোকে আমি টিকিট দিতাম না।'' দল ছাড়ার হিড়িক লাগলেও তৃণমূলই ফের বাংলার মসনদে বসবে বলেই আত্মপ্রত্যয়ী তিনি।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, কেন্দ্র বাংলায় 'পচাধসা' চাল পাঠায়। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলার কৃষকদের থেকে কম পরিমাণ চাল কেনা হচ্ছে বলেও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁর। টাকার লোভ দেখিয়ে ভোটবাক্সকে আরও মজবুত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও দাবি তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''নির্বাচনের সময় অনেক কথা বলা হয়। কিন্তু কার্যকরী হয় না। আমরা করে বলি। ওরা যা বলে করে না। টাকা দেবে ওরা। খেয়ে নিন। টাকা দিয়ে যেন ভোট করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখুন। এজেন্সি দিয়ে বেঁচে থাকুক বিজেপি। আমরা আপনাদের হৃদয়ে বাঁচব।''

করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীর কাছে চাল পৌঁছে দেওয়ার কথা আরও একবার মনে করিয়ে দেন। তবে তা সত্ত্বেও গুটিকয়েক রেশন দোকানে অশান্তি হয়। চালের গুণমান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সেই ঘটনার নেপথ্যে যদিও বিজেপির কারসাজিকেই দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই প্রসঙ্গ তুলেই সোমবারের অনুষ্ঠানে আরও একবার বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ, ''কোভিডের সময় আমি নিজেও রেশন দোকানে ঘুরেছিলাম। ঠিকমতো চলেছে। একটা-দুটো রেশন দোকানে গন্ডগোল হয়েছে। তা নিয়ে অনেকে মিথ্যা কথা রটিয়ে দেয়। হামলাও করেছে। হিংসুটে লোকেরা কাজ নেই, কর্ম নেই কৈকেয়ী, মন্থরার মতো কুটুস-কুটুস করে। কী করে চিমটি কাটা যায়।''

সড়ক, রেল, চা-বাগান - ভোটের আগে বাজেটে উপহার পেল পশ্চিমবঙ্গ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে প্রত্যাশিত উপহার পেল পশ্চিমবঙ্গ। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 'উপহার' দিয়েবঙ্গের মানুষের মন জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করে রাখলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। রাস্তার পরিকাঠামোয় জোর দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের চার রাজ্যে নয়া অর্থনৈতিক করিডরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। চারটি রাজ্যেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বিধানসভা ভোট হবে। পশ্চিমবঙ্গে সড়ক সংস্কারের জন্য ২৫, ০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৬৭৫ কিলোমিটার অর্থনৈতিক করিডর তৈরি করা হবে। একইসঙ্গে কলকাতা-শিলিগুড়ি সড়কের উন্নয়ন করা হবে।

খড়্গপুর থেকে বিজয়ওয়াড়া পর্যন্ত ইস্ট-কোস্ট ফ্রেট করিডর নির্মাণ করা হবে। ইস্ট-ওয়েস্ট ফ্রেট করিডরে যুক্ত থাকবে খড়্গপুর এবং ডানকুনি। একইসঙ্গে ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের গোমো-ডানকুনি শাখা নিয়ে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের চা-শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হতে পারে। জোর দেওয়া হবে মহিলা এবং শিশুদের উপর। তবে বাজেটে কলকাতা মেট্রোর কোনও প্রকল্পে কোনও বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়নি। কোচি, নাগপুর, চেন্নাই মেট্রোর ভাগ্যে অবশ্য জুটেছে বরাদ্দ।

দলের প্রতি ক্ষোভ, তৃণমূল ছাড়লেন ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক দীপক

ডায়মন্ড হারবার, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল বিধায়ক দীপক হালদার। সোমবার সকালে দলকে স্পিড পোস্ট মারফৎ পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন তিনি। তবে দল ছাড়লেও বিধায়ক পদ ছাড়ছেন না বলেই জানিয়েছেন দীপক। তৃণমূল ছাড়ার পর, তিনি আদৌ বিজেপিতে যোগ দেবেন কিনা সে সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বললেও একেবারে সে কথা উড়িয়েও দেননি।

দীপকের মূল অভিযোগ, দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে তাঁকে কোনও কাজ করতে দেওয়া হয়নি। দলের কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে ডাকাও হয় নি। এ নিয়ে বারবার দলের উপর নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ দীপকের। বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি বেসুরো ছিলেন। এদিন দলের সদর দফতর, জেলা সভাপতি-সহ একাধিক স্থানে নিজের পদত্যাগ পত্র স্পিড পোস্ট মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে মুকুল রায় ও শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেবেন তিনি।

চুরাইবাড়িতে তেলের ট্যাঙ্কার থেকে বিস্তর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি নিজস্ব।

১০৩২৩ এর আন্দোলনে পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে বিলোনীয়ায় পথ অবরোধ বামপন্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ ফেব্রুয়ারি।। ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে বামপন্থীর গন সংগঠন সমূহের ডাকে বিলোনিয়াতে প্রতিবাদ মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের বাঁধা। এই বাঁধার মুখে পড়তেই পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি। পরে রাস্তায় বসে পরে বামপন্থী কর্মীরা। আধঘন্টার পর নেতাদের হস্তক্ষেপে মিছিলটি ঘুরে চলে আসে বিলোনিয়া জগন্নাথ বাড়ি সংলগ্ন জন গ্রন্থাগারের সামনে সভাস্থলে।

১০৩২৩ শিক্ষকের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর বিজেপি সরকার কর্তৃক আক্রমণের প্রতিবাদে সহ চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পুনরায় চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান সোমবার দুপুরে বামপন্থী গণসংগঠন ডাকে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলটি সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি পুরাতন মটর স্টেন্ড পরিক্রমা করে বিলোনীয়া একনং টিলার উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই বিলোনীয়া ইউ বি আই শাখার সামনে বিশাল পুলিস টি এস আর মিছিলে গতিরোধ করে।

পুলিসের বাধা পেয়ে মিছিলে সামিল চাকুরীচ্যুত ১০৩২৩ সহ বাম কর্মিরা বিলোনীয়া শহরের রাস্তায় বসে প্রতিবাদ করতে থাকে। পরে পুলিস এসে নেতৃত্বের সাথে কথা বলে রাস্তা অবরোধ মুক্ত করে। মিছিল সেখান থেকে জঘন্নাথ বাড়ী সংলগ্ন জনগ্রন্থাগারে জমায়েত সংগঠিত করে। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) দক্ষিন জেলা সম্পাদক তথা কৃষক নেতা বাসুদেব মজুমদার।

এনসিইআরটি সিলেবাসে এবারের পর্ষদের মাধ্যমিক ও দ্বাদশের পরীক্ষা পদ্ধতীতে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকার রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ে এনসিইআরটি সিলেবাস চালু করে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে। সেই সিবেলাস অনুযায়ী এই বছর প্রথম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা হবে।

এনসিইআরটি সিলেবাস চালু করার ফলে সিবিএসই সিলেবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে এই বছরের পরীক্ষা পদ্ধতিতে। এই বছর নতুন সিলেবাসে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের পাশ মার্ক হবে ৩৩ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নন প্রেকটিকেল পরীক্ষা হবে ৮০ নাম্বারের। বাকি ২০ নাম্বার হবে ইন্টারনাল মার্ক। ইন্টারনাল ২০ নাম্বারের মধ্যে ৫ নাম্বার আসবে সাপ্তাহিক টেস্ট থেকে। প্রিবোর্ড পরীক্ষা থেকে আসবে ১০ নাম্বার এবং ৫ নাম্বার আসবে ইন্টারনাল প্রজেক্ট থেকে।

উচ্চ মাধ্যমিকে যাদের প্রেকটিকেল আছে তাদের লিখিত পরীক্ষা হবে ৭০ নাম্বারের মধ্যে। প্রেকটিকেলের জন্য থাকবে ৩০ নাম্বার। পুরাতন সিলেবাসে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের পাশ মার্ক ৩০ শতাংশ। নতুন সিলেবাসে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের সিলেবাস ক্ষিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরাতন সিলেবাসে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের পরীক্ষা হবে সম্পূর্ণ সিলেবাসের মধ্যে।

এই বছর মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় দুই ধরনের প্রশ্ন করা হবে। স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন নিয়ে যারা পরীক্ষা দেবে তারা পরবর্তী সময় অঙ্ক নিয়ে পড়তে পারবে। এইবারের পরীক্ষায় দুই ধরনের প্রশ্ন হবে। যে সকল বিষয়ে ছাত্র সংখ্যা বেশি সেই বিষয়ে দুই ধরনের প্রশ্ন করা হবে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে মে মাসের ১০ তারিখ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। আর শেষ হবে ৭ জুন। সোমবার সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে এই সংবাদ জানান ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ ভবতোষ সাহা।

ধর্মনগের রেল গেইট ভাঙল ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ধর্মনগর রেল স্টেসনের কাছে রেল গেইট ভেঙ্গে দিয়েছে একটি বেপরোয়া ট্রাক। ঘটনা সোমবার দুপুরে। একটি ট্রাক ও এলাকায় পৌঁছে। তখন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস স্টেশনে ঢুকবে। এরই মধ্যে গেইট ফেলা হয়। একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেইটে ধাক্কা দিলে ভেঙ্গে যায়। পুলিশ ট্রাকটি আটক করেছে।

সাব্রুমে গুলিসহ দুটি পিস্তল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। বিএসএফের ৩১ নম্বর ব্যাটেলিয়ান গোপান সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশকে সাথে নিয়ে সাব্রমের শ্রীনগরে করিমাটিলার বাসিন্দা রতন মল্লর বাড়িতে তল্লাসি চালায়। তল্লাসিতে দুই রাউন্ড গুলি এবং দুটি দেশি পিস্তল উদ্ধার করেছে।

সম্পূর্ণরূপে “দূরদৃষ্টিহীন” বাজেট ঃ ডেরেক ও’ব্রায়েন

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার দেশের সাধারণ বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন । এদিন বাজেট পেশ হতেই এর সমালোচনায় সরব হলেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ডেরেক ও’ব্রায়েন। এই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে “দূরদৃষ্টিহীন” বলে উল্লেখ করে তৃণমূলের মুখপাত্র বলেন, “ভারতের প্রথম কাগজহীন বাজেট সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিভঙ্গিহীন। এই নকল বাজেটের থিম ছিল ভারত বিক্রি করা! রেলওয়ে, বিমানবন্দর, বন্দর, বিমা- সব ক্ষেত্রই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।”

প্রসঙ্গত, করোনা পরিস্থিতিতে সোমবার দেশের সাধারণ বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।এদিন ‘কাগজহীন বাজেট পেশ করে নির্মলা বলেন, “আমরা আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে বাজেট তৈরি করেছি। ধারাবাহিক বৃদ্ধির চেষ্টা থাকবে এই বাজেটে। ৫৪ হাজার কোটি টাকা স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে। এর ফলে ১৭ হাজার স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত হবে। সরকার যে আত্মনির্ভর প্রকল্প নিয়েছে তা জিডিপির ১৩ শতাংশ।

আমেরিকার

● প্রথম পাতার পর

দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) -এর প্রধান অং সান সু কি ও প্রেসিডেন্টসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে আটকের পর ফের দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী। মায়ানমারের গত বছরের সাধারণ নির্বাচনে করা প্রতারণার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের শীর্ষ নেতাদের আটক করেছে বলে দেশটির সেনাবাহিনী জানিয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা পর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে এক বছরের জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিতরণ

● প্রথম পাতার পর

সংস্থা সহ ধর্নাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়ালে তারা তাদের অভাব অনটন থেকে রেহাই পাবেন বলে তিনি মনে করেন। হাড় কাঁপানো শীতে কম্বল বিতরন করা এ এলাকার গরিব অংশের মানুষ দারুণ খুশি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

১৭ হাজার ৭৮৮টি এবং শহর এলাকায় ১১ হাজার ২৪টি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার তৈরি করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল ২০২৪ সালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন। এবারকার প্রস্তাবিত বাজেটে ২.৮৬ কোটি বাড়িতে জল জীবন মিশনের আওতায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। ত্রিপুরায়ও অটল জলধারা মিশনে এই কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। প্রস্তাবিত বাজেটে ডেভেলপমেন্ট অব ফিনানশিয়াল ইনস্টিটিউশন (ডিএফআই) একটি নতুন দিক বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। এর মাধ্যমে রাজ্যগুলি সহজে ঋণ নিয়ে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টেও ১৮ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যগুলির পাঠানো প্রস্তাব অনুমোদন পেতে সহজতর হবে। এবারে বাজেটে উজ্জ্বলা যোজনায় আরও এক কোটি মানুষ উপকৃত হবেন। রাজ্যেও এই প্রকল্পে প্রায় ১০০ শতাংশ কভারেজ হয়েছে। যদি কেউ বাদ পড়ে থাকেন তাতে এঁরা লাভবান হবেন, দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে এই বাজেটের ফলে লাভবান হবেন নতুন তরুণ উদ্যোগীরা। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র শিল্পের টার্ন ওভার বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করা হয়েছে। যুবক যুবতীরা এর ফলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রায় ৯৯ শতাংশ উদ্যোগীরাই ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায়, তাই এঁরাও উপকৃত হবেন। ডিজিটাল সেনসাস এই বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

তাঁর কথায়, এর জন্য বাজেটে ৩,৭৬৮ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এর ফলে ২০২১ সালের জনগণনায় সঠিক তথ্য সংগৃহীত হবে। আর সঠিক তথ্য সবস্তরের পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হয়। তিনি বলেন, এই বাজেটের ফলে কৃষি ক্ষেত্রেও কৃষকরাও উপকৃত হবেন। তাছাড়াও প্রস্তাবিত বাজেটে সিনিয়র সিটিজেনদের আয়কর ছাড়, কৃষিক্ষেত্রে ক্রেডিট বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সহজে ঋণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে ধন্যবাদ জানান।

অয়েল

● প্রথম পাতার পর

ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে ১,২০০ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলির কালোবাজারে মূল্য প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

তিনি জানান, গাঁজা পাচারের অভিযোগে চালক ও সহ-চালককে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের যথাক্রমে উমেশ সিং (চালক) এবং পাপু রায় সহচালক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। উভয়ের বাড়ি বিহারের সিয়ান এলাকায়। ধৃত দুজনের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস) আইনের ধারায মামলা রুজু করা হয়েছে। আগামীকাল গাঁজা সমেত তাদের ধর্মনগর আদালতে পেশ করা হবে।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহরের আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টের কাছ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার রাতে গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টের কাছে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় জনগণ পশ্চিম থানার পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও তার পরিচয় জানা যায়নি।মৃতদেহটি শনাক্তকরণের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে বলে আমতলা পশ্চিম থানার পুলিশ জানিয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহরের আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টের কাছ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে , রানির বাজার থানা এলাকার কেপরাম পাড়ায় একটি পুকুর থেকে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির নাম লক্ষণ রবি দাস। বাড়ি ওই এলাকাতেই।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাত থেকেই লক্ষণ রবি দাস নামের ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার একটি পুকুর থেকে তার ভাসমান দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহটি উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রানির বাজার থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে।প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।তবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি এখন তা নিয়ে জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর

সেখান থেকে সে ছুটে এসে বিএসএফ-এর সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এর পরই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে গুলি করেছে। খালেক মিয়াঁর বক্তব্য, আমার ছেলে কলেজে পড়াশুনা করছে। পাচারের সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেইউ বিএসএফ নিজেদের দোষ ঢাকতে গরু পাচারের গল্প সাজিয়েছে।

এদিকে, জসিম মিয়াঁর মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় জনগণ ও মৃতের পরিবার দেবীপুরে রাস্তা অবরোধ করেছেন। পরে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনায় আশ্বস্থ হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছেউ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এলাকায় বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে।

মুখপাত্র

● প্রথম পাতার পর

তথ্য এখনও জানা যায়নি। তবে খুবই কম সময়ের মধ্যে তাও জানা সম্ভব হবে। তবে, জাতীয় সড়ক এবং চা শিল্পে ত্রিপুরা দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে, তা অনুমান করা যাচ্ছে সহজেই, বলেন তিনি।ন

করোনা-বধই

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তি করে। স্বাস্থ্য ও ভালো থাকা, শারীরিক ও আর্থিক মূলধন ও অবকাঠামো, অনুপ্রেরণামূলক ভারতের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ, মানব পুঁজির পুনঃব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবন ও গবেষণা ও উন্নয়ন, ন্যূনতম সরকার ও সর্বোচ্চ পরিচালনা। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করতে ৬৪ হাজার ১৮০ কোটির প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। ৬ বছরে এই টাকা খরচ হবে। অর্থমন্ত্রী জানান, সরকার যে আত্মনির্ভর প্রকল্প ঘোষণা করেছে, তা জিডিপি-র ১৩ শতাংশ। ধারাবাহিক বৃদ্ধির চেষ্টা থাকবে বাজেটে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে বদ্ধপরিকর সরকার।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সমস্ত জেলায় স্বাস্থ্য ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে। শিশুদের পুষ্টিকরণে বিশেষ গুরুত্ব, গ্রামাঞ্চলে ১৭ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নির্মলার বাজেটে পরিবেশ রক্ষায় ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৪১ হাজার কোটি বরাদ্দ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে। কোভিড প্রতিষেধকের জন্য বরাদ্দ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। সবমিলিয়ে স্বাস্থ্য খাতে খরচ ১৩৭ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব। মোট ২ লক্ষ ৮৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করছে সরকার। উন্নত মানের জামাকাপড় তৈরি করতে টেক্সটাইল পার্ক তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে খরচ আরও বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, ২০টি বড় শহরে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। কলকাতা-শিলিগুড়ি রাস্তা সংস্কার, পশ্চিমবঙ্গের রাস্তা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকা। ৬৭৫ কিলোমিটার সড়ক তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। খড়্গাপুর থেকে বিজয়ওয়াড়া ফ্রেট করিডর নির্মাণ করা হবে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ সরবরাহে বণ্টনের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে একাধিক বেসরকারি সংস্থাকে। সৌরশক্তি খাতে আরও ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। জাপান থেকে জাহাজ এনে পুনর্নির্মাণ করা হবে, তাতে দেড় লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সেবি আইনে পরিবর্তন করা হবে, পরিবর্তন আনা হবে বিমা আইনেও। বিমা সংস্থায় ৭৪ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ, আগে যা ছিল ৪৯ শতাংশ। বিমা রাশি ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে করা হল ৫ লক্ষ। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ছোট কোম্পানি এবং স্টার্ট আপ সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কোম্পিনজ অ্যাক্টে সংশোধন আনা হবে। সরকারি ব্যাঙ্কে পুনরুজ্জীবন খাতে ২০ হাজার কোটি বরাদ্দ করা হচ্ছে। এলআইসি-র শেয়ার খোলা বাজারে কেনা যাবে।

১.১০,০৫৫ কোটি রেল খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নিকরণ হবে ২০২২ সালে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃষক কল্যাণে বদ্ধপরিকর সরকার। কৃষিক্ষেত্রে ২০২২-এর মধ্যে কৃষকদের ঋণ বরাদ্দ বেড়ে ধার্য ১৬.৫ লক্ষ কোটি। ৭৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কৃষকদের জন্য। গমের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসেবে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কৃষকদের জন্য, ৪৩.৬ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন। তুলো, গম এবং ডালজাতীয় শষ্যে বাড়ানো হয়েছে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহতে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ৩৫ হাজার ২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পড়ুয়াদের জন্য। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, জাতীয় শিক্ষানীতির আওতায় ১৫ হাজার স্কুলের উন্নয়ন করা হবে। আদিবাসী এলাকায় ৭৫০ নয়া একলব্য মডেল স্কুল খোলা হবে। সরকারি নথি সব প্রাদেশিক ভাষায় তৈরির জন্য জাতীয় অনুবাদ প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন নির্মলা। অর্থাৎ জাতীয় অনুবাদ প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। যাতে সরকারি নথি সব প্রাদেশিক ভাষায় পড়া যায়। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সৈনিক স্কুল হবে পিপিপি মডেলে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বেসরকারি স্কুল এবং রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে ১০০টি নতুন সৈনিক স্কুল খোলা হবে।

চা শ্রমিকদের কল্যাণে ১ হাজার কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের চা শ্রমিকরা উপকৃত হবেন, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২০-’২১ অর্থবর্ষে -রাজস্বে ঘাটকতি হয়েছে ডিডিপির ৯.৫ শতাংশ। আগামী অর্থবর্ষে আর্থিক ঘাটতি ডিডিপি-র ৬.৮ শতাংশ করার পরিকল্পনা। ৭৫ বা তার বেশি বয়স হলে আয়করে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ৭৫ বা তার বেশি বয়সি যাঁরা পেনশন পান ও ব্যাঙ্কের সুদের উপর নির্ভর করেন, তাঁদের আইটি রিটার্ন করতে হবে না। শেয়ার ডিভিডেন্ট থেকে কাটা হবে না টিডিএস। পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বল্প ভাড়ায় ঘর দেওয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। জিএসটি খাতে রেকর্ড টাকা সংগ্রহ হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত গৃহঋণের সুদে ১.৫ পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্টার্ট আপগুলিকে আরও একবছর কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে, এবারের সাধারণ বাজেট যে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট ছিল, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেটের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটি ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে ২০২১ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে। তাতে যথার্থতার চিন্তাধারা আছে, আর উন্নয়নের বিশ্বাস আছে।’

একইসঙ্গে মোদী যোগ করেন, ‘এরকম বাজেট কমই দেখা যায়, যা ঘোষণার এক-দু”ঘণ্টার মধ্যে এত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মেলে। অনেক বিশেষজ্ঞ ভেবেছিলেন যে আমজনতার উপর বোঝা চাপিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা স্বচ্ছ বাজেটের উপর জোর দিয়েছি।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাজেটে কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে আলোকপাত করা হয়েছে, এই লক্ষ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সহজেই ঋণ পাবেন কৃষকরা। কৃষি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডের সহায়তায় এএমপিসি মার্কেটকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব রয়েছে।”

হাপানিয়ায় শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে সোমবার জাতীয় সড়ক আবরোধ ছাত্রছাত্রীদের। ছবি নিজস্ব।

ক্রীড়াঙ্গন

এমবাপেও পিএসজিতে থাকুক, চান নেইমার

পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে, দল-বদলের ভাবনা থেকে সরে পিএসজিতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান তারকা চান, প্যারিসের দলটিতে থেকে যাক কিলিয়ান এমবাপেও। ২০১৭ সালে ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরোর ট্রান্সফার ফির রেকর্ড গড়ে বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। এরপর বিভিন্ন সময়ে তার কাতালান দলটিতে ফেরা নিয়ে খবর বেরিয়েছে।তার মতো এমবাপেরও পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত। চুক্তির মেয়াদ শেষে ফরাসি ফরোয়ার্ড রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন বলে খবর আসছে। তবে পিএসজির নতুন কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনো এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন।ফরাসি টিভি চ্যানেল টিএফওয়ানকে সম্প্রতি দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিএসজিতে থেকে যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান ২৮ বছর বয়সী নেইমার।"এখন আমি খুব সুখি। সবকিছু অনেক বদলে গেছে, এর কারণ নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না- আমার মধ্যে হোক বা অন্য কিছুতে বদল এসেছে।"

"আমি মানিয়ে নিয়েছি। নিজেকে থিতু মনে হচ্ছে এবং এখানে আমি বেশ সুখে আছি। আমি পিএসজিতে থেকে যেতে চাই এবং আশা করি কিলিয়ানও থেকে যাবে। অবশ্যই এই চাওয়া সকল পিএসজি সমর্থকদেরও কিলিয়ানের সঙ্গে, আমাদের সম্পর্কটা ভাইয়ের মতো আমরা একসঙ্গে খেলতে সত্যিই ভালোবাসি।""আমরা চাই পিএসজি একটি দুর্দান্ত দলে পরিণত হোক এবং আমি এটাই করে যেতে চাই যেটা প্যারিসে প্রতিনিয়তই আমি করছি- ফুটবল খেলার মাঝে সুখ খুঁজে দেওয়া। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"লিগে গত রোববার পেনাল্টি থেকে জোড়া গোল করেও দলকে জেতাতে পারেননি নেইমার। লরিয়েঁর মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৩-২ ব্যবধানে হেরে নেমে গেছে পয়েন্ট তালিকার তিনে। শীর্ষে থাকা লিলের চেয়ে তারা ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে।

বিরাট-অনুষ্কা মেয়ের নাম রাখলেন 'ভামিকা', প্রকাশ্যে প্রথম ছবি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মেয়ের জন্মের ঠিক ২১ দিন পর সন্তানের নাম ও প্রথম ছবি প্রকাশ্যে আনলেন বিরাট কোহলি অনুষ্কা শর্মা। বিরাট ও অনুষ্কা মেয়ের নাম রেখেছেন 'ভামিকা'। মা-বাবা দু'জনের নামের সঙ্গে মিলিয়েই রাখা হয়েছে এই নাম তা স্পষ্ট। নামের আদ্যক্ষরটি "ভি" বিরাটের নাম থেকে, অন্যদিকে শেষের অক্ষর দু'টি "কা" অনুষ্কার নাম থেকে নেওয়া হয়েছে। বেশ অপরিচিত নামই মেয়ের জন্য বেছে নিয়েছেন তারকা দম্পতি।

ভামিকা নামের অর্থ কী?

হিন্দু ধর্ম অনুসারে ভামিকা নামের অর্থ হল মা দুর্গা। অর্থাতদেবী দুর্গার নামেই মেয়ের নাম রেখেছেন বিরাট ও অনুষ্কা।

সোমবার মেয়ের প্রথম ছবি ও নাম টুইটারে শেয়ার করে অনুষ্কা লেখেন, 'আমরা একসঙ্গে ভালোবাসা, অস্তিত্ব আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে বেঁচেছি, তবে আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ নতুন অর্থ খুঁজে দিয়েছে এই খুদে- ভামিকা। হাসি, কান্না, চিন্তা, আনন্দ- প্রত্যেকটা আবেগের অভিজ্ঞতা মিশে রয়েছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে! ঘুম নেই কিন্তু হৃদয় ভালোবাসায় ভরপুর। তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ ভালোবাসা, প্রার্থনা এবং শুভ কামনার জন্য'।

'বার্সা ও মেসির ক্ষতি করতে চুক্তি ফাঁস'

লিওনেল মেসির চুক্তি ফাঁসের ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রোনাল্ড কুমান। প্রশ্ন তুলেছেন এর উদ্দেশ্য নিয়ে। বার্সেলোনা কোচের মতে, ক্লাব ও মেসির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার একটা প্রয়াস এটি। ২০১৭ সালে সবশেষ বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি করেন মেসি। এর মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। এল মুন্দোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চার বছর মেয়াদী এই চুক্তির মোট অঙ্ক প্রায় ৫৫ কোটি ৫২ লাখ ৩৭ হাজার ৬১৯ ইউরো।এর মানে, ২০১৭ সাল থেকে প্রতি মৌসুমে ক্লাব থেকে মেসির আয় ১৩ কোটি ৮০ লাখ ইউরো। আথলেতিক বিলবাওকে ২-১ গোলে হারিয়ে লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসার পর কুমান জানান, ক্ষতি করা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য এই চুক্তি ফাঁসের ঘটনায় তিনি দেখছেন না।"গণমাধ্যমে যা এসেছে, সেটি ক্ষতি করার বাজে উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে। স্প্যানিশ ফুটবল ও নিজের ক্লাবের জন্য অনেক কিছু করা এক খেলোয়াড়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে তা করা হয়েছে।""গণমাধ্যমে মেসির চুক্তির তথ্য কীভাবে এলো সেটা আমাদের বের করতে হবে। এই ধরনের ব্যাপারগুলো বাইরে আসতে পারে না। কেউ কেউ আছে যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়। বার্সেলোনা ও মেসির ক্ষতির লক্ষ্যে এই চুক্তি ফাঁস করা হয়েছে।"এই ঘটনায় ক্লাবের কেউ জড়িত থাকলে কাম্প নউয়ে তার ক্যারিয়ারের সমাপ্তি দেখছেন কুমান।"ক্লাবের কেউ এর সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকলে তা খুব খারাপ হয়েছে। ক্লাবের ভেতরের কেউ এটা ফাঁস করে থাকলে এখানে তার কোনো ভবিষ্যত নেই।"বিলবাওয়ের বিপক্ষে রোববার রাতের জয়ে দারুণ ফ্রি কিক থেকে দলের প্রথম গোলটি করেন মেসি। বার্সেলোনা কোচ জানান, এল মুন্দোর প্রতিবেদনের জন্য বাড়তি কোনো অনুপ্রেরণা ছিল না আর্জেন্টাইন তারকার।"আমি জানি না, তারা কেন বলছে সে বার্সেলোনার সর্বনাশ করেছে সে এখানে বছরের পর বছর ফুটবলার হিসেবে নিজের সামর্থ্য দেখিয়েছে।" "ওই রিপোর্টের জন্য আজ সে বাড়তি অনুপ্রাণিত ছিল না। সে ক্লাবের জন্য যা করেছে আমাদের সেটাকেই সামনে আনতে হবে। সে বার্সেলোনাকে গ্রেট ক্লাব হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। চুক্তি নিয়ে অর্থহীন কথা আমাদের বন্ধ করতে হবে।"

বার্সার আর্থিক সমস্যার কারণ মহামারী, মেসি নয়: তেবাস

গণমাধ্যমে চুক্তির তথ্য ফাঁসের পর থেকে চাপে থাকা লিওনেল মেসির পাশে দাঁড়িয়েছেন হাভিয়ের তেবাস। বার্সেলোনার আর্থিক সমস্যার সঙ্গে আর্জেন্টাইন তারকার বিশাল অঙ্কের চুক্তির কোনো সম্পর্ক দেখছেন না লা লিগা প্রধান।

তার দাবি, আর সব ক্লাবের মতো মহামারীর জন্য কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে বার্সেলোনাও।২০১৭ সালে সবশেষ বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি করেন মেসি। এর মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। স্প্যানিশ পত্রিকা এল মুন্দোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চার বছর মেয়াদী এই চুক্তির মোট অঙ্ক প্রায় ৫৫ কোটি ৫২ লাখ ৩৭ হাজার ৬১৯ ইউরো।

এর মানে, ২০১৭ সাল থেকে প্রতি মৌসুমে ক্লাব থেকে মেসির আয় ১৩ কোটি ৮০ লাখ ইউরো। এর পুরোটা অবশ্য পাবেন না বার্সেলোনা অধিনায়ক।এরই মধ্যে কাতালান ক্লাবটি চুক্তি ফাঁসের ঘটনায় আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কোচ রোনাল্ড কুমান।বার্সেলোনার আর্থিক দূরবস্থার কারণ মেসির চুক্তি, মুন্দোর প্রতিবেদনের এই ভাষ্যের সঙ্গে একমত নন তেবাস। সোমবার এক টুইটে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কঠিন বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দিলেন তিনি।"বার্সেলোনার নাজুক আর্থিক অবস্থা (অন্য বড় ক্লাবগুলো মতোই) মেসির জন্য নয় বরং কোভিড-১৯ এর মারাত্মক প্রভাবে। কোনো মহামারী না থাকলে ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়ের জন্য পাওয়া আয়ে এটা পুষিয়ে যাওয়ার কথা। কিছু গণমাধ্যম এই ব্যাপারটিতে যথাযথভাবে আচরণ করছে না"

মেসির চুক্তি ফাঁস, ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি বার্সার

লিওনেল মেসির সঙ্গে বার্সেলোনার সবশেষ আকাশছোঁয়া অঙ্কের চুক্তির তথ্য ফাঁস করে এল মুন্দো আলোড়ন সৃষ্টি করলেও একারণেই এবার বিপদে পড়তে পারে স্প্যানিশ পত্রিকাটি। তাদের বিরুদ্ধে 'যথাযথ আইনি ব্যবস্থা' নেওয়ার হুমকি দিয়েছে কাতালান ক্লাবটি।খেলোয়াড় ও ক্লাবের মধ্যে চুক্তির 'গোপন' তথ্যাদি গণমাধ্যমে প্রকাশে নিজেদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলেও রোববার দেওয়া বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ।২০১৭ সালে সবশেষ বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন মেসি। চুক্তিটির মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। মুন্দোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চার বছর মেয়াদী এই চুক্তির মোট অঙ্ক প্রায় ৫৫ কোটি ৫২ লাখ ৩৭ হাজার ৬১৯ ইউরো।এর মানে, ২০১৭ সাল থেকে প্রতি মৌসুমে ক্লাব থেকে মেসির আয় ১৩ কোটি ৮০ লাখ ইউরো।ফরাসি পত্রিকা লেকিপের মতে, মেসির এই চুক্তি ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষনীয়। মুন্দোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বার্সেলোনার আজকের যে অর্থনৈতিক সমস্যা তার পেছনে ভূমিকা আছে মেসির চুক্তির। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে যে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।১৩ বছর বয়সে ২০০০ সালে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া মেসির ক্লাবটির হয়ে ২০০৪ সালে অভিষেক হয়। দলটির হয়ে ৭৫৫টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে রেকর্ড ৬৫০ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে ২৮০টি গোল করিয়েছেনও আর্জেন্টাইন তারকা।

ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় বার্সেলোনাতেই খেলা মেসি এখন পর্যন্ত দলটির হয়ে ১০টি লা লিগা, চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও চারটি কোপা দেল রে সহ অনেক শিরোপা জিতেছেন।তবে ছয়বারের বর্ষসেরা এই ফুটবলার গত অগাস্টে ওই মৌসুম শেষেই ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। চুক্তির একটি ধারা কার্যকর করে বিনা ট্রান্সফার ফিতে চলে যেতে চেয়েছিলেন মেসি। কিন্তু ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ওই ধারা কার্যকরের সময় শেষ হয়ে গেছে। পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুক্তির শেষ পর্যন্ত কাম্প নউয়ে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।বার্সেলোনার সঙ্গে এখনও চুক্তি নবায়নের বিষয়ে মেসি আলোচনা শুরু করেননি বলে গণমাধ্যমের খবর। গত ডিসেম্বরে এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, "কি করব তা এখনও আমি জানি না।"

'বার্সেলোনার আয়ের এক তৃতীয়াংশের উৎস মেসি'

লা লিগায় কাম্প নউয়ে রোববার আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে গোলের পর বার্সেলোনা অধিনায়ক লিওনেল মেসির উদযাপন।রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের পাশেই ঝুলছে বার্সেলোনার সভাপতি প্রার্থী হুয়ান লাপোর্তার বিশাল পোস্টার। ছবিটি তোলা গত ডিসেম্বরে।রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের পাশেই ঝুলছে বার্সেলোনার সভাপতি প্রার্থী হুয়ান লাপোর্তার বিশাল পোস্টার। ছবিটি তোলা গত ডিসেম্বরে।লিওনেল মেসির বিশাল অঙ্কের চুক্তিতে কোনো সমস্যা দেখছেন না বার্সেলোনার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা। বার্সেলোনার আসন্ন নির্বাচনে এই সভাপতি প্রার্থীর জানা অনুযায়ী, ক্লাবের আয়ের এক তৃতীয়াংশের উৎস আর্জেন্টান তারকা।মেসির চুক্তি ফাঁসের বিষয়ে এবার মুখ খুলেছেন লাপোর্তা। কাতালান রেডিও আরএসিওয়ানে সোমবার জানান, বার্সেলোনা অধিনায়কের পাশেই আছেন তিনি।"তার (মেসির) সমর্থনে গতকাল তাকে একটা বার্তা পাঠাই। তাকে বলেছি খবরে নজর না দিতে; কারণ বার্সেলোনার সমর্থকরা চায় সে যেন এখানেই খেলা চালিয়ে যায়।""এমন খবর আহত করে কারণ এটা বার্সেলোনার ক্ষতি করে। কেউ দায়িত্বে না থাকলে এই ব্যাপারগুলো ঘটে। দলের বর্তমান অবস্থা মেসির চুক্তির কারণে নয়। তার পেছনে যে খরচ এর চেয়ে বেশি আয়ে সে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক দলের একটি গবেষণা বলছে, বার্সার আয়ের এক তৃতীয়াংশের উৎস মেসি।"রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের পাশেই ঝুলছে বার্সেলোনার সভাপতি প্রার্থী হুয়ান লাপোর্তার বিশাল পোস্টার। ছবিটি তোলা গত ডিসেম্বরে।রিয়াল মাদ্রিদের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের পাশেই ঝুলছে বার্সেলোনার সভাপতি প্রার্থী হুয়ান লাপোর্তার বিশাল পোস্টার। ছবিটি তোলা গত ডিসেম্বরে।মেসিকে অর্থমূল্যে বিচার করা সম্ভব নয় বলেও মনে করেন লাপোর্তা।"মেসির সঙ্গে কেবল খেলার বিষয়গুলো নয় আবেগজনিত বিষয়ও জড়িত। সে আমাদের জন্য যা করেছে তা অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন সম্ভব নয়।""বিক্রি হওয়া ১০টি শার্টের আটটিই মেসির এবং বিশ্বের আগ্রহ তাকে ঘিরেই।"২০১৭ সালে সবশেষ বার্সেলোনার সঙ্গে চুক্তি করেন মেসি। এর মেয়াদ ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। স্প্যানিশ পত্রিকা এল মুন্দোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চার বছর মেয়াদী এই চুক্তির মোট অঙ্ক প্রায় ৫৫ কোটি ৫২ লাখ ৩৭ হাজার ৬১৯ ইউরো।এর মানে, ২০১৭ সাল থেকে প্রতি মৌসুমে ক্লাব থেকে মেসির আয় ১৩ কোটি ৮০ লাখ ইউরো। এর পুরোটা অবশ্য পাবেন না বার্সেলোনা অধিনায়ক।এরই মধ্যে কাতালান ক্লাবটি চুক্তি ফাঁসের ঘটনায় আইনী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে। ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কোচ রোনাল্ড কুমান। বার্সেলোনার আর্থিক সমস্যার সঙ্গে আর্জেন্টাইন তারকার বিশাল অঙ্কের চুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে করেন লা লিগা প্রধান হাভিয়ের তেবাসও।

'একটি টেস্টও জিতবে না ইংল্যান্ড'

ইংল্যান্ড কদিন আগেই উপমহাদেশে খেলার সামর্থ্য দেখালেও তাতে টলছেন না গৌতম গম্ভীর। সাবেক এই ওপেনার ভারতের মাটিতে দেখছেন জো রুটদের ভরাডুবি। গম্ভীরের ধারণা, একটি টেস্টও জিতবে না ইংল্যান্ড।ভারতে যাওয়ার আগে শ্রীলঙ্কাকে তাদেরই মাটিতে হোয়াইটওয়াশড করে ইংল্যান্ড। স্পিন সহায়ক উইকেটেও আলো ছড়ান জিমি অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রড। দুর্দান্ত বোলিংয়ে সামর্থ্যের ঝলক দেখান জ্যাক লিচ, ডম বেসরা। সেই সিরিজের সর্বোচ্চ এই দুই উইকেট শিকারিকে নিয়ে খুব একটা ভাবছেন না গম্ভীর। স্টার স্পোর্টসের একটি আয়োজনে ৩৯ বছর বয়সী সাবেক এই ব্যাটসম্যান জানান, কেবল দিবা-রাত্রির টেস্টেই ইংল্যান্ডের খানিকটা সম্ভাবনা দেখছেন তিনি।"তাদের যে স্পিন আক্রমণ আছে, এটা নিয়ে ইংল্যান্ডের একটি টেস্টও জেতার সম্ভাবনা দেখছি না। সিরিজটি হবে ৩-০ কিংবা ৩-১। আমি স্রেফ গোলাপি বলের টেস্টটাই দিতে পারি (ইংল্যান্ডকে), তবে কন্ডিশনের দিক থেকে এটাও ইংল্যান্ডের জন্য হবে ৫০-৫০।"ভারতের সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভীর।ভারতের সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভীর শ্রীলঙ্কায় সিরিজ জয়ে বড় অবদান ছিল ইংলিশ অধিনায়ক রুটেরও। স্পিন সহায়ক উইকেটে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে প্রথম টেস্টে করেন ডাবল সেঞ্চুরি। পরের টেস্টেও জাগান ডাবল সেঞ্চুরির সম্ভাবনা।লঙ্কানদের বিপক্ষে সিরিজ সেরা হওয়া রুট ভারতীয় বোলারদের সামলাতে হিমশিম খাবে বলে মনে করছেন গম্ভীর। তার মতে, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, জাসপ্রিত বুমরাহর মুখোমুখি হওয়া হবে রুটের জন্য ভিন্ন চ্যালেঞ্জ।"জো রুটের সিরিজটি হতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ, সে শ্রীলঙ্কায় ভালো করেছে। তবে যখন জাসপ্রিত বুমরাহর মুখোমুখি হবে কিংবা অস্ট্রেলিয়া সিরিজে দুর্দান্ত খেলে আকাশচুম্বী আত্মবিশ্বাসে থাকা অশ্বিনের সামনে পড়বে, আমি নিশ্চিত এটা হবে ভিন্ন অভিজ্ঞতা।"আগামী শুক্রবার শুরু হবে চার ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট। সিরিজের তৃতীয় টেস্টটি হবে গোলাপি বলের।

মোদির পর কোহলি, রাহানেদের কথা নির্মলার বাজেটেও

নতুনদিল্লি।। এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটেও উঠে এল ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সিরিজ জয়ের কথা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আজনিক্য রাহানেদের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সোমবার সংসদে বাজেট পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, ''আমরা ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ। আমাদের দেশ ক্রিকেট প্রিয়। তাই সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের দুর্দান্ত সাফল্যের পরে আমাদের যে আনন্দ হয়েছে, তার উল্লেখ না করে পারছি না। নিজেকে মেলে ধরার এবং সফল হওয়ার জন্য যে প্রতিশ্রুতি আমরা, বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্ম নিয়েছে, ভারতের জয় দেখে সেগুলোই মনে পড়ে যাচ্ছে।'' অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে মাত্র ৩৬ রানে শেষ হয়ে যাওয়ার পর মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮ উইকেটে জেতে। এর পর ব্রিসবেনে শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ৩ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ জয় করে ভারত। এর আগে রবিবার 'মন কি বাত'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভারতের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের উল্লেখ করেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানান সৌরভ গাঙ্গুলী, বিরাট কোহলি, আজনিক্য রাহানে, রবি শাস্ত্রী।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The undersigned for and on behalf of the Governor of Tripura invites e-Tender from the Sugar Manufacturers / Private or Co-operative Sugar Mills / Sugar Importers / Bulk Sugar suppliers / Traders for supply of 11,040 M.T. (tentative) ISS Grade S-30/S-31 Sugar, out of 2020-21 seasons production to different State Transit Food Godowns/Feeder Food Godowns of Tripura during the period from April 2021 to March 2022 with option for further 06 (six) month extension at the sole discretion ofthe Food CS&CA Department.

Interested Bidders may see & download the NIT Document from the web site `www.tripuratenders.gov.in' & `wwvv. tenders. gov .in'. However, e-Bidding to be made only through `www.tripuratenders.gov.in. I,st date & time of submission of tender is 26.02.2921 up to 3.00 PM.

(T. K. Das)
Addl. Secretary & Director
Food, Civil Supplies & CA
Government of Tripura.

ICA-C-2992-21

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref :- West Agartala PS U/D Case No-2021 WAG 007 dt. 31/01/2021, u/s-174 Cr.P.C.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয়স - আনুমানিক ৩৬ বছর। উচ্চতা - ৫ ফুট, স্বাস্থ্য- মধ্যম, গায়ের রঙ - শ্যামলা, চুল - কালো, চোখ - কালো, পরনে - সাদা রঙের ছাপা ফুল শার্ট এবং কালো রঙের জিন্স প্যান্ট। গত ৩০/০১/২০২১ ইংরেজি তারিখ রাত্রি ১০টা ৩৮ মিনিট সময়ে আগরতলা জি.বি.পি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ভর্তি হন এবং গত ৩১/০১/২০২১ ইংরেজি তারিখ মধ্য রাত্রি মারা যান। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে মৃত ব্যক্তির দাবি করেননি। উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1395/21

মায়ানমারে ফের সামরিক অভ্যুত্থান, আটক আং সান সু কি

নে পি দ, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মায়ানমারে ফের সামরিক অভ্যুত্থান। সোমবার ভোরে রাজধানী নে পি দ-তে অভিযান চালিয়ে ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) -এর প্রধান আং সান সু কি ও প্রেসিডেন্টসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে আটকের পর ফের দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী। মায়ানমারের গত বছরের সাধারণ নির্বাচনে করা প্রতারণার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের শীর্ষ নেতাদের আটক করেছে বলে দেশটির সেনাবাহিনী জানিয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা পর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে এক বছরের জন্য দেশে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেওয়া হয়।

টেলিভিশনে ওই ঘোষণায় বলা হয়, গত নির্বাচনে 'জালিয়াতির' ঘটনায় সরকারের শীর্ষ নেতাদের আটক করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা জারি করে মিয়ানমারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাবাহিনীর সিনিয়র জেনারেল মিং অং হ্লাইংয়ের হাতে। নির্বাচনের ফল নিয়ে মায়ানমারে বেসামরিক সরকার এবং প্রভাবশালী সামরিক বাহিনীর মধ্যে কয়েক দিন ধরে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই

সামরিক অভ্যুত্থান ঘটল।

মায়ানমারের শাসকদল 'ন্যাশনাল লিগ অফ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র মুখপাত্র মায়ও নায়ান্ট রয়টার্সকে জানিয়েছেন, আজ ভোরে আচমকা কউন্সিলর সু কি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট ও অন্য নেতাদের আটক করে জানাচ্ছি এই ঘটনায় আবেগে ভেসে কোনও পদক্ষেপ করবেন না। সবাই আইন মেনে চলুন।"

সেনাবাহিনী। জনতার কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি জনগণের কাছে আরজি ছিল। সে সময় দীর্ঘ ১৫ বছর গৃহবন্দি করে রাখা হয় সু কিকে। গৃহবন্দি থাকাবস্থায় গণতন্ত্র

২০১১ সালে গণতান্ত্রিক সংস্কার শুরুর আগ পর্যন্ত অর্ধশতক মায়ানমার সেনাবাহিনীর শাসনেই প্রতিষ্ঠার অহিংস লড়াইয়ের জন্য ১৯৯১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান তিনি। এর পর তার দল এনএলডি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে আসে ২০১০ সালে, মুক্তি পান সু কি। ২০১২ সালের উপনির্বাচনে ৪৫ আসনের মধ্যে ৪৩টিতে জয়ী হয়ে সংসদে প্রধান বিরোধী হয় সু কির দল। এর পর ২০১৫ সালের নির্বাচনে এনএলডি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। সেই সরকারের মেয়াদ শেষে গত বছরের ৮ নভেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে সু কির দল এনএলডি বড় জয় পায়। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যেখানে ৩২২টি আসনই যথেষ্ট, সেখানে এনএলডি পেয়েছে ৩৪৬ আসন।

তবে সেনাবাহিনী সমর্থিত দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) ভোটে প্রতারণার অভিযোগ তুলে ফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং নতুন করে নির্বাচন আয়োজনের দাবি তোলে। তার পর থেকেই দেশটিতে ফের সামরিক অভ্যুত্থানের শঙ্কা করা হচ্ছিল।

সু কি-কে মুক্তি না দিলে ব্যবস্থা মায়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানে হুঁশিয়ারি উদ্বিগ্ন আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মায়ানমারের ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) নেত্রী আং সান সু কি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টসহ আটক সব নেতাকে ছেড়ে না দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। সোমবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি এক বিবৃতিতে এ হুশিয়ারি দেন।

মায়ানমারের সেনাবাহিনীর এই পদক্ষেপকে দেশটির গণতান্ত্রিক উত্তরণকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন এ সম্পর্কে ব্রিফ করেছেন। সু কি সহ অন্যদের ছেড়ে না দিলে মিয়ানমারের দায়ী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে যুক্তরাষ্ট্র।

সাধারণ নির্বাচনের ফল পরিবর্তন করতে বা মায়ানমারের গণতান্ত্রিক উত্তরণে বাধা দেওয়ার যে কোনও প্রয়াসের বিরোধিতা করেছে আমেরিকা। এই পদক্ষেপগুলোর ব্যত্যয় ঘটলে মায়ানমারের দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আমেরিকার বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন মায়ানমারের প্রেসিডেন্ট, ক্ষমতাসীন দলের প্রধানসহ আটক সুশীল নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করেছেন। ৮ নভেম্বরের জনরায় মেনে নেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, সোমবার ভোরে মায়ানমারের রাজধানী নে পি দ-তে অভিযান চালিয়ে ক্ষমতাসীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন পুর সংস্থাগুলির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত, মোট ভোটার ৫,৯৩,৯৯৪

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বিভিন্ন পুর সংস্থাগুলির খসড়া ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী এই সংস্থাগুলির মোট ভোটার রয়েছেন ৫,৯৩,৯৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ২,৯৩,৫৩৯ জন। মহিলা ভোটার রয়েছেন ৩,০০,৪৩৯ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১৬ জন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে। এই দাবি ও আপত্তিগুলি নিষ্পত্তি করা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২০ ফেব্রুয়ারি।

খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী আগরতলা পুর নিগমে মোট ভোটার রয়েছেন ৩,৪৮,৯০৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১,৭০,৩৩৫ জন। মহিলা ভোটার রয়েছেন ১,৭৪,৫৫৬ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১৪ জন। কৈলাসহর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৭,০৮০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৮,২ ১৮ জন। মহিলা ভোটার রয়েছেন ৮,৮৬২ জন। কুমারঘাট পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১০,০১৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৮৪৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৫, ১৬৮ জন। ধর্মনগর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ৩০,৭৬৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৫,০৯১ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৬৭৪ জন। পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৫,৭৫১ জন।

এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২,৮৩৫ জন এবং মহিলা ভোটার ২,৯১৬ জন। আমবাসা পুর পরিষদে মোট ভোটার ১১,০০৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৫,৫৩৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৫,৪৬৮ জন। কমলপুর নগর পঞ্চায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৩৭০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,০৬১ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,৩০৯ জন। খোয়াই পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৩,৯৩০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৬৮৭৪ জন এবং মহিলা ভোটার ৭,০৫৬ জন। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৫৯৪২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭,৮৩৬ জন এবং মহিলা ভোটার ৮,১০৬ জন। রাণীরবাজার পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১১,৩৬৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৫,৭০৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৫৬৫৯ জন। জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৬৮১ জন।

এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪৩০৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,৩৭২ জন। মোহনপুর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১২৭২৪ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৩৯১ এবং মহিলা ভোটার ৬,৩৩৩ জন। উদয়পুর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ২৫,৮২৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১২,৭২৮ এবং মহিলা ভোটার ১৩,০৯৮ জন। অমরপুর নগর পঞ্চায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,১৭২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,০৩৭ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,১৩৫ জন। বিশালগড় পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৬,৪৬২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৮,২৩১ জন এবং মহিলা ভোটার ৮,২২৯ জন।

মেলাঘর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৩,৭০২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭,০৫৭ জন এবং মহিলা ভোটার ৬,৬৪৫ জন। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৩৫৩ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,০৯৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,২৫৫ জন। বিলোনিয়া পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৬,১৩৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭,৮৮৫ জন এবং মহিলা ভোটার ৮,২৫০ জন। শান্তিরবাজার পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ৯,৪২৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৭৯৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,৬২৮ জন। সারাম নগর পঞ্চায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৫,৩৭৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২,৬৫৮ জন এবং মহিলা ভোটার ২,৭২০ জন।

প্রতাপগড়ে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের ৪২নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের লোকজনের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এলাকার বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী দাসের উদ্যোগে এই সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এদিন এলাকার ৭০ জন দুস্থ নাগরিকের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দেওয়া হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী দাস বিজেপির পশ্চিম জেলা সম্পাদক পল্লব ভট্টাচার্য এবং মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এলাকার বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বলেন দেশের মানুষের কথা চিন্তা করেই এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী দিনগুলিতে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সামাজিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোটের রণকৌশল নিতে আইএনপিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। দল নির্বাচনের রণকৌশন তৈরি করতে শুরু করেছে। জেলা পরিষদ এলাকায় ইতিমধ্যেই আঞ্চলিক দলগুলির জনমত গঠন ও প্রচার শুরু করেছে। সোমবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আইএনপিটি দলের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জগদিশ দেববর্মা জানিয়েছেন জেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।বৈঠকে আইএনটিটিইউসি কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান , যুব, মহিলা এবং কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে আসন্ন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের রণকৌশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আইএনপিটি সম্পাদক জগদিশ দেববর্মা জানান জেলা পরিষদ নির্বাচনে আইএনপিটি দল সব কটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আতাত গঠন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জগদিশ দেববর্মা জানান আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যে তারা আলোচনা শুরু করেছে।

জাতীয় দলের সঙ্গে আতাত গঠন প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে জগদীশবাবু বলেন তাদের জন্য দরজা খোলা রেখেছে আইএনপিটি দল। তিনি আরো বলেন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আঁতাত গঠন নিয়ে নানারকম আলোচনা হতে পারে। শেষ মুহূর্তে কি হবে তা এখনো চূড়ান্ত ভাবে বলা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। তবে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে আইএনপিটি দল কোমর বেঁধে ময়দানে নামবে বলে তিনি স্পষ্ট ভাবে বার্তা দিয়েছেন।

ডম্বুরে দুই নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষ, অল্পেতে রক্ষা পেলেন পর্যটকরা, বহুমুখী অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ১ ফেব্রুয়ারি।। গত ৩১ জানুয়ারি করবুক মহকুমার অন্তর্গত ডুম্বুর জলাশয়ে নারকেল কুঞ্জ আর মন্দির ঘাট জলাশয়ের মাঝেমাঝি স্থানে ২টি পর্যটকের নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষের হাত থেকে বেঁচে যায় ৮/৯ জন পর্যটক। এরমধ্যে একজনের হাত থেকে একটি মোবাইল জলের তলে তলিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ওই দুই নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষে পর্যটকরা প্রচন্ড আতঙ্কিত হন।

যদিও করবুক মহকুমা শাসক এই বিষয়গুলি জানিয়ে আরো বলেন এত বড় জলাশয় কি করে একসঙ্গে এসে নৌকা দুটি মুখোমুখি হলো এটাই ভাবনার। তিনি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছেন। এছাড়া পর্যটকদের বক্তব্য হল ত্রিপুরার প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হলে পরেও ডুম্বুর জলাশয়ের নৌকা ঘাট এবং নৌকা ও চালকগন পারদর্শী নন এবং নৌকার ভাড়াও কোন নির্দিষ্ট মাপ কাঠির মধ্যে থাকছে না।

ফলে পর্যটকদের বহুমুখী সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই সমগ্র বিষয়গুলি গোমতী জেলার জেলা শাসকের এবং গোমতী জেলার পুলিশ আধিকারিক এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষ করে ডুম্বুর জলাশয়কে কেন্দ্র করে যে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠতে চলেছে তার জন্য প্রশাসনিকভাবে একটি সুষ্ঠুকমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তার সাথে যুক্ত ডিজাস্টার টিমকেও আরো বেশি সচেতন হতে হবে।

মায়ানমারের ঘটনার প্রতিবাদে জাপানে বিক্ষোভ

টোকিও, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মায়ানমারের ক্ষমাতাসীন দলের নেত্রী আং সান সু কিকে আটকের প্রতিবাদে জাপানে বিক্ষোভ। সোমবার টোকিওতে ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটির সামনে আং সান সু কির মুক্তির দাবিতে ওই বিক্ষোভ মিছিল সোমবার ভোরে অভিযান চালিয়ে ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসির (এনএলডি) -এর প্রধান আং সান সু কি ও প্রেসিডেন্টসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে আটকের পর ফের দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে মায়ানমারের সেনাবাহিনী। এরপরই টোকিওতে ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটির সামনে আং সান সু কির মুক্তির দাবিতে ওই বিক্ষোভ মিছিল করেছেন মায়ানমারের একদল অধিকারকর্মী।

দেশের প্রথম ডিজিটাল বাজেট পেশের জন্য অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দেশের প্রথম ডিজিটাল বাজেট পেশের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। টুইটেই অর্থমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "দেশের প্রথম ডিজিটাল বাজেট পেশের জন্য অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে অভিনন্দন জানাতে চাই।

সোমবার বাজেট পেশের পর কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং একাধিক টুইট করে বাজেটের প্রশংসা করেন। তিনি প্রথম টুইটেই অর্থমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "দেশের প্রথম ডিজিটাল বাজেট পেশের জন্য অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে অভিনন্দন জানাতে চাই। এই বাজেট আত্মনির্ভর ভারত গড়ার উদ্দেশে শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় এই বাজেট ভারতের অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনবে।" তিনি আরও যোগ করে বলেন, "করোনাকালে অর্থমন্ত্রী প্যাকেজ রূপে পাঁচটি ক্ষুদ্র বাজেট পেশ করেছিলেন। সেই সিরিজেরই সবথেকে বড় সংযোজন এই বাজেট। এই বাজেট আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করবে।"

রাজনাথ সিং আরও বলেন, "এই প্রথম মূলধনী খাতে ৫.৫৪ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তম বরাদ্দ। এরফলে ভারত পাঁচ লক্ষ কোটির অর্থনীতি গড়ার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে।"

কৃষি আইন নিয়ে উত্তাল সারা দেশ। বাজেটে কৃষি বরাদ্দ নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী টুইট করে বলেন, "নানা নতুন নীতি ও প্রকল্প দেশের কৃষক, কৃষিক্ষেত্র ও পরিকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা করা হয়েছে।আমি অত্যন্ত খুশি যে বাজেটে ১০০ টি নতুন সৈনিক স্কুল খোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে"। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রশংসা করেও তিনি জানান, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা বাজেট ৪.৭৮ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে এটিই সর্বাধিক বরাদ্দ।

যথাযথ চিকিৎসার অভাবে হাসপাতালে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী এক ব্যক্তির উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সুজিত দাস। বাড়ি এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নরসিংগড় সংলগ্ন অনঙ্গ নগর গ্রামে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সুজিত দাস নামে ওই ব্যক্তি তার এক বন্ধুর ফুলর বাড়িতে তেলিয়ামুড়া বেড়াতে গিয়েছিলেন। বেড়াতে গিয়ে পুকুরে স্নান করার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্থানীয় লোকজন তাকে প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। সে অনুযায়ী আইসিইউতে কল দেওয়া হয়।দীর্ঘ ১৫ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সুজিত দাসকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। আই সি ইউ তে নিয়ে না যাওয়ায় তার উপযুক্ত চিকিৎসা হয়নি। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে রবিবার রাতে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন সুজিত দাস নামের ওই ব্যক্তি।তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তার নিজ বাড়ি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।পরিবারের লোকজনের অভিযোগ করেছেন দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী হওয়ার কারণেই তারা উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে পারেননি। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের প্রথম হাসপাতাল জিবিতে উপযুক্ত চিকিৎসা পেতে হলে যে আর্থিক সম্বল এবং জনবল প্রয়োজন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ মিলেছে। যাদের আর্থিক সম্পদ এবং জনবল রয়েছে তারা হয়তো এভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো না। মৃতের আত্মীয় স্বজনরা অভিযোগ করেছেন তাকে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলে হয়তো তার মৃত্যু হত না।রাজ্যের প্রথম হাসপাতালে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যের এভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর ঘটনার সংবাদে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে হাপানিয়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চল হাপানিয়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সোমবার আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে হাপানিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর একজন গণিত বিষয়ের শিক্ষক বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়।ওই শিক্ষকের নাম হরে কৃষ্ণ দেবনাথ।সোমবার স্কুলে এসে ছাত্রছাত্রীরা গণিত বিষয়ের শিক্ষক হরে কৃষ্ণ দেবনাথ এর বদলির আদেশ এসেছে শুনে ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে।

প্রেয়ার এরপর স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে অপরূপ স্থলের দুপাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ছুটে আসে। ছুটে আসেন এলাকার শাসক দলের কিছু নেতারাও।তারা এসে অবরোধকারী ছাত্র-ছাত্রীদের চোখ রাঙ্গিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে বিদ্যালয় থেকে গত কিছুদিন আগেও ৩ জন শিক্ষককে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আবারও একজন গৃহশিক্ষক কে বদলি করে নেওয়ায় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে বলে ছাত্র-ছত্রীরা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে।গণিত বিষয়ের শিক্ষকদের বদলির আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীরা দাবি জানিয়েছে।অন্যথায় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে হাপানিয়া দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা প্রণতি চৌধুরী জানিয়েছেন বর্তমানে বিদ্যালয়এ প্রায় ৫০০ ছাত্র-ছাত্রীরয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা ১৭ জন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন।তিনি জানান বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে বহুবার দাবি জানানো হয়েছে।কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি , উপরন্তু বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জানান এ বিষয়ে আগাম কোন কিছুই জানেন না।প্রেয়ার এর পর যখন ক্লাস শুরু হয়েছিল তখন ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।